মহামায়া বা শক্তিরপূজা

শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য দশআনা মাত্র।

প্রকাশক—ডাক্তার জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (হোমিও)
৫২।২ শ্রীরাম ঢ্যাং রোড, (শালিখা)
ফোন:—হাওড়া ৬৯৭

৩০শে শ্রাবণ ১৩৫৭ সাল ইং ১৫ই আগষ্ট ১৯৫০
(স্বাধীনতা দিবস)

—লেখকের আর একখানি পুস্তক—

উদ্বোধন, বসুমতী, আনন্দবাজার (দেশ) পশ্চিমবঙ্গ, যুগান্তর
প্রভৃতি পত্রিকা কর্ত্তৃক সমালোচিত ও উচ্চপ্রশংসিত—

"স্বামী বিবেকানন্দ কখন ও কেন আসিয়াছিলেন"

(পত্রিকাদির মতামত ও প্রাপ্তিস্থান শেষের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রিণ্টার্স—বিমলেন্দ্র নাথ চৌধুরী
এসোসিয়েটেড প্রিণ্টার্স,
২২৭।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

উৎসর্গ

মা

যে তুমি এই পূজার যৎসামান্য উপকরণের আয়োজন করিয়াছ সেই উপকরণসহ যৎকিঞ্চিৎ তুমি এই নৈবেদ্য গ্রহণ কর কারণ এ উপকরণ তোমার, পূজাও তোমার আর এর আয়োজনও তোমারই।

তোমার অকৃতি সন্তান

৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার
সন ১৩৫৭ সাল
(অক্ষয়তৃতীয়া)

ভূমিকা

এই পুস্তিকায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি সম্বন্ধে অবতারণা করিয়া ব্রহ্মাত্মিকা ত্রিগুণময়ী মহাশক্তি মহামায়াই একমাত্র সৃষ্টি, স্থিত্যাদি ও জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। অতঃপর অসুর, দৈত্য, দানবদলনে প্রাচীনকালে যে মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল সেই আবির্ভাব ও শক্তিমাহাত্ম্য সম্বন্ধে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র তৎশিষ্য ভাগুরি সমীপে বর্ণনা যাহা শ্রীশ্রীচণ্ডী নামে অভিহিত সেই চণ্ডীর আখ্যান, সংস্কৃতশাস্ত্রে আমাদের ন্যায় অনভিজ্ঞ বা স্বল্পজ্ঞ জনসাধারণেব নিমিত্ত সহজপাঠ্য করিয়া সরল ও সংক্ষিপ্তভাবে সঙ্কলন করা হইয়াছে। তাহার পর দুর্গাপূজা এবং প্রতীক্ ও প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শক্তির আরাধনা, শক্তির প্রভাব ও মাহাত্ম্য এবং ব্রহ্ম, শক্তির অভেদত্ব সম্বন্ধে বর্ণনান্তে কালীমূর্ত্তি সম্বন্ধে এবং ব্রহ্মশক্তি মহামায়াই বিভিন্ন নাম ও রূপে ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনাপূর্ব্বক এই পুস্তিকা প্রণয়নে যৎকিঞ্চিৎ শক্তিপূজার আয়োজন সমাপন করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। এখন পাঠক পাঠিকাগণের যৎকিঞ্চিৎ ইহা হৃদয়গ্রাহী হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

নিবেদনমিতি—

বিনীত

শুভ ১লা বৈশাখ
সন ১৩৫৭ সাল।
(১৪ই এপ্রিল ১৯৫০)

শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৩সি, দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট,
বাগবাজার—কলিকাতা।

বিষয় সূচী :—

মুদ্রণকার্য্যের ভুল সংশোধনেব নিমিত্ত নিম্নে শুদ্ধিপত্র প্রদত্ত হইল।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৭	পরিত্রান	পবিত্রাণ
১	(ফুটনোট)	হ্লাদিনী	হ্লাদিনী
২	১৩	ষা	যা
৬	(ফুটনোট)	রূপ্যতে	* রূপ্যতে
১২	২৩	রশ্মিসমূহ	বশ্মিসমূহ
১৩	৯	বিকম্পিত	বিকম্পিত
১৫	১০	লম্পপ্রদান	লম্ফপ্রদান
১৯	১৮	ষা	যা
২৪	১৭	এইরুপ	এইরূপ
৩১	২৫	কর্ত্তক	কর্তৃক
৪৮	১৯	ইহার উল্লেখ বাহুল্য,	উল্লেখ বাহুল্য, ইহার

(ইহা ব্যতীত ষ, য, য়, ব, া, (স্থ স্থলে) স্ত্র কোন কোন স্থানে এইরূপ ভুল বহিয়া গিয়াছে)

মহামায়া বা শক্তির পূজা

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি

সৎ, চিৎ, আনন্দময় ব্রহ্ম * নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়।

ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময়ী ও ক্রিয়ারূপা—সৃষ্টিকালে সৃষ্টিক্রিয়ারূপা, পালনকালে স্থিতিক্রিয়ারূপা এবং প্রলয়কালে সংহারক্রিয়ারূপা অর্থাৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া † এই ত্রিগুণাত্মিকা আদ্যাশক্তি তাঁহার রাজসী, সাত্ত্বিকী ও তামসী শক্তি সহায়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন করিয়া থাকেন। আবার ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে সাধুদিগের পরিত্রান করিতে ও দুষ্কৃতিগণের বিনাশ সাধনে, যুগপ্রয়োজনে এই ব্রহ্ম-শক্তিই ভগবানের অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়া থাকেন।

---

* সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী (জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি) এই ত্রিবিধশক্তিতে ব্রহ্মে—সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দভাব সুব্যক্ত।

† ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥— গীতা

হে কৌন্তেয়! প্রকৃতি আমার অধিষ্ঠানমাত্র লাভ করিয়া অর্থাৎ আমাকে আশ্রয় করিয়া এই চরাচর বিশ্ব রচনা করিয়াছেন।—

এই ত্রিগুণাত্মিকা ব্রহ্ম-শক্তি (মহামায়া) আবার সদানির্গুণা, নিত্যা, ব্যাপিকা, শাশ্বত', শিবা, ধ্যানগম্যা, বিশ্বাধারা ও তুরীয়ারূপে সংস্থিতা। দেবী ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যথা—

নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকাঽবিকৃতাশিবা।
যোগগম্যাঽখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা॥

বিদ্যা ও অবিদ্যামায়াস্বরূপিণী এই পরমেশ্বরীশক্তি মহামায়াই আবার জীব, জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বরূপে প্রকাশিতা হইয়া আছেন ও অঘটন ঘটন পটীয়সী তাঁহার অবিদ্যামায়ার প্রভাবে জীবের যথার্থ স্বরূপজ্ঞানের অভাব ঘটাইয়া ইনিই আবার জীবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন এবং সেইজন্য ইনি **মহামায়া** নামে অভিহিতা। কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা,—

গর্ভান্তর্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সুতিমারুতৈঃ।
উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্॥
পূর্ব্বাতিপূর্ব্ব সংস্কার সংঘাতেন নিয়োজ্য চ।
অহরাদৌ ততো মোহমমত্বজ্ঞানসংশয়ম্॥
ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্ত্বাক্ষিপ্ত্বা পুনঃপুনঃ।
পশ্চাৎ কামেন সংযোজ্য চিন্তাযুক্তমহর্নিশম্॥
আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা।
মহামায়েতি সং প্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী॥

অর্থাৎ যিনি মাতৃগর্ভমধ্যে অবস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন শিশুকে প্রসূতি-বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নিরন্তর জ্ঞানরহিত করেন, যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারসমূহেরদ্বারা জীবনের প্রথমদিনই মানুষকে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞাননাশক মোহ ও মমত্বযুক্ত করেন, যিনি জীবকে ক্রোধ, উপরোধ ও লোভে পুনঃপুনঃ নিক্ষেপপূর্ব্বক পশ্চাৎ কামাসক্ত

করিয়া অহর্নিশি চিন্তাযুক্ত, আমোদনিরত ও ব্যসনাসক্ত করেন সেই জগদীশ্বরীই এইজন্য **মহামায়া** বলিয়া কথিত হন।

এই মহামায়াই জীবের বন্ধন ও একমাত্র মুক্তির কারণ। কারণ জীব একমাত্র ইঁহারই কৃপায় তাঁহার দুরতিক্রম্য মায়াপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

এই পরমেশ্বরী শক্তি মহামায়াই উপাসক বা সাধকগণের সাধনায় প্রীত হইলে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি (চিন্ময়ী) রূপে আবির্ভূতা হইয়া জীবের মুক্তিবিধান করিয়া থাকেন।

এই মহামায়াই জন্ম, লীলাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। আবার এই মহামায়াই তাঁহার তামসী শক্তির সহায়ে, ভীমা ভয়ঙ্করী কালীরূপে * সৃষ্টির বিনাশ সাধন করিয়া, সৃষ্টি বীজস্বরূপে তাঁহার মধ্যে নিহিত রাখিয়া, তাঁহার রাজসী শক্তির সহায়ে, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কল্পান্তে পুনঃ সৃজন করিয়া থাকেন। †

* কলয়তি (ভক্ষয়তি) সর্ব্বমেতৎ প্রলয়কালে ইতি কালী অর্থাৎ প্রলয়কালে যিনি এই জগৎপ্রপঞ্চ গ্রাস করেন।

† যখন জগৎ নাশ হয় মহা প্রলয় হয় তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখেন অর্থাৎ বীজস্বরূপে এই সৃষ্টির সবরকম ভাব তাঁতেই নিহিত থাকে। ইচ্ছা হলেই আবার সৃষ্টি করেন। বাড়ীর গিন্নিদের কাছে যেমন ন্যাতা ক্যাতার একটা হাঁড়ী থাকে, তাতে সমুদ্রের ফেনা, নীলবড়ি, ছোট ছোট পুঁটলী বাঁধা শসাবীচি, কুমড়োবীচি, লাউবীচি এই সব রাখেন, দরকারের সময় আবার বার করেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কল্প ও মন্বন্তর

এক্ষণে পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য কল্প সম্বন্ধে এইস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া লওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মার এক একটী দিন ও রাত্রিকে এক একটী কল্প বলে। দিনরূপ কল্পে সৃষ্টি ও রাত্রিরূপ কল্পে প্রলয় হয়। প্রত্যেক সৃষ্টিকল্পে আবার মন্বন্তরের সংখ্যা হয় সমুদয়ে চতুর্দ্দশ। এক এক মনুর ও মনুর অধিকৃত কাল পরিবর্ত্তনকে এক একটী মন্বন্তর বলে। এইরূপে সায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি দেবসাবর্ণি এবং ইন্দ্রসাবর্ণি এই চতুর্দ্দশজন মনু যথাক্রমে এইসকল মন্বন্তরকালের অধিপতি এবং ইঁহারাই যথাক্রমে স্ব স্ব অধিকৃতকালের ধর্ম্ম, (স্মৃতি) শাস্ত্র বিধাতা। বলাবাহুল্য, বর্ত্তমানকালের অধিপতি মনু বৈবস্বত। সত্য, ত্রেতা, দাপর ও কলি এই চারিযুগে আবার এক দিব্যযুগ হয়। এইরূপ কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি (৭১) দিব্যযুগে এক একটী মন্বন্তর হয়। আবার এইরূপ একসহস্র দিব্যযুগই হয় এক সৃষ্টিকল্পের পরিমাণকাল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহামায়ার মাহাত্ম্য কীর্ত্তণে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা যে মহাশক্তি সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার ও লীলাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন সেই মহাশক্তিই আবার অসুর, দৈত্য ও দানবদলন করিয়া পাপভার হরণ করিতে জগতে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। মহিষাসুর প্রমুখ অসুর, দৈত্য দলনে প্রাচীনকালে ধরাধামে এই মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। দানব দলন করিয়া পাপভার

হরণ করিতে যে মহাশক্তি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন সেই শক্তিমাহাত্ম্য কথা, পুরাকালের রাজা সুরথ ও সমাধি নামে জনৈক বৈশ্য মহামুনি মেধা কর্ত্তৃক শ্রুত হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শক্তি মাহাত্ম্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি যে মহাশক্তির আরাধনা ও পূজার অনুষ্ঠান করিয়া, যথাক্রমে রাজা সুরথ হৃতরাজ্যের পুনঃ প্রাপ্তি ও অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি হইলেন এবং বৈশ্য সমাধি তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিলেন সেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন মহামায়ার আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় * পরবর্ত্তীকালে স্বীয় শিষ্য ভাগুরি সমীপে কীর্ত্তণ করিয়াছিলেন। এই দেবীমাহাত্ম্য কথা শ্রীশ্রীচণ্ডী † নামে অভিহিত।

এক্ষণে এইস্থলে দেবীমাহাত্ম্য সম্বন্ধে ঋষি মার্কণ্ডেয় কথিত এই চণ্ডীর আখ্যান পাঠক পাঠিকাবর্গের সুবিধার জন্য তাঁহাদিগকে উপহার দেওয়া যাইতেছে।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভাগুরি সমীপে দেবীর এই মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের প্রারম্ভেই দেবীর বন্দনা করিয়াছিলেন—

'জয় ত্বং দেবী চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।
জয় সর্ব্বগত দেবী কালরাত্রি নমোঽস্তুতে॥
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী॥
দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে॥
মধুকৈটভ বিধ্বংসি বিধাতৃ বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

---

* মৃকণ্ড নামক ঋষির প্রাণ হইতে বেদশিরা নামে যে মুনি আবির্ভূত হন তিনিই মহর্ষি মার্কণ্ডেয়।

† শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত ৮১ হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত— এই ১৩টী অধ্যায়ে যে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে তাহাই ৺শ্রীশ্রীচণ্ডী নামে অভিহিত।

মহিষাসুর নির্নাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
ধূম্রনেত্র বধে দেবী ধর্ম্মকামার্থদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি॥
রক্তবীজ বধে দেবী চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি॥
নিশুম্ভশুম্ভ নির্নাশি ত্রৈলোক্য শুভদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি॥' *

* * *

অনন্তর, রাজা সুরথ, মহামায়ার কৃপায় কিভাবে সূর্য্যতনয় সাবর্ণি মনুরূপে অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি হইলেন তৎসম্বন্ধে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় স্বীয় শিষ্য ভাগুরিকে কহিলেন,—

'সাবর্ণিঃসূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ গদতো মম॥
মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়োরবেঃ॥'

* * *

——::॰::——

---

* রূপ্যতে (জ্ঞায়তে) ইতি রূপং—পরমাত্ম-বস্তু
জয়তি অনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপং ইতিজয়ঃ—বেদস্মৃতিরাশি
যশঃ—শ্রুতি-প্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান-লাভজনিত যশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির মেধামুনি সমীপে গমন সম্বন্ধে ঋষি মার্কণ্ডেয়র বর্ণনা

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—

সৃষ্টিকল্পে চতুর্দ্দশজন মনুর মধ্যে ব্রহ্মার মানসপুত্র সায়ম্ভুব মনু ইনিই সকলের আদি। স্বরোচিষের পুত্র স্বারোচিষ ইনি দ্বিতীয় মনু। এই স্বারোচিষ মনুর অধিকৃতকালে, স্বরোচিষের জ্যেষ্ঠপুত্র চৈত্রের বংশে সুরথ নামে প্রজাবৎসল এক রাজা পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন। কালক্রমে কাশ্মীরপ্রান্তদেশস্থ যবন রাজগণ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিলেন। যবন রাজগণ শত্রু হইয়া উঠিলে, রাজা সুরথের সহিত যবনরাজগণের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রাজা সুরথ যবনরাজগণ কর্ত্তৃক এই যুদ্ধে পরাজিত হন। যুদ্ধে এই পরাজয়ে বাধ্য হইয়া রাজত্ব, সম্পদ ও পরিবারবর্গ পরিত্যাগ করিয়া মৃগয়ার ছলে অশ্বারোহণে রাজা সুরথ একাকী নিবিড় অরণ্যে প্রস্থান করেন।

অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজা সুরথ হিংস্রপশু পরিপূর্ণ সেই অরণ্য মধ্যে শান্তভাবাপন্ন মুনিশিষ্যশোভিত মেধামুনির আশ্রম দেখিতে পাইলেন। নির্জ্জন বনমধ্যে এই মনোরম এক আশ্রম দেখিতে পাইয়া তিনি তথায় সমুপস্থিত হইলেন। আশ্রমে সমাগত হইলে রাজা সুরথ, মুনি কর্ত্তৃক সমাদৃত হইলেন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ মুনির সেই আশ্রম পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে অতঃপর রাজা সুরথ তাঁহার হৃতরাজত্বে, প্রজা এবং অমাত্য, সম্পদে মমত্ববোধে

বিষম মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন ও সেই চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে তিনি ঐ আশ্রমসমীপে অবসাদগ্রস্থ শোকমগ্ন একজন বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন। রাজা তখন সেই বৈশ্যের ঐরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বৈশ্য বলিল, 'আমি সমাধি নামক এক বৈশ্য এবং ধনীর বংশে আমার জন্ম। কিন্তু ধনলোভে আমার স্ত্রীপুত্রগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে এবং সেই নিমিত্ত অতীব দুঃখিতান্তকরণে আমি অরণ্যে আগমন করিয়াছি। কিন্তু বনবাসী হওয়া অবধি আমার স্ত্রী, পুত্র ও স্বজনগণের শুভাশুভ কোন সংবাদাদি না পাওয়াতে আমি অন্তরে তাহাদের বিরহজনিত দারুণ কষ্ট অনুভব করিতেছি'। বৈশ্যের এইরূপ কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'ধনলোভী আপনার যে স্ত্রীপুত্রগণ ধনলোভে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, লোভী, স্বার্থান্বেষী সেই স্ত্রী, পুত্রগণের প্রতি আপনার মন এখনও কেন আসক্ত হইতেছে?' ইহাতে বৈশ্য বলিলেন, 'আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, আমার যে স্ত্রী, পুত্র, স্বজনগণ, পতিপ্রেম, পিতৃস্নেহ, স্বজনপ্রীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে ইহা বুঝিয়াও সেই স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আমার মন কিঞ্চিন্মাত্রায়ও নির্দ্দয় হইতেছে না বরং তাহাদের প্রতি আমার চিত্তের অনুরক্তি ও মমত্ব বশতঃ তাহাদের বিরহে আমি মর্ম্মপীড়ায় বিদগ্ধ হইতেছি।' পরস্পরের ঐরূপ অবস্থা সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কথোপকথন হইলে, উভয়ের চিত্তের ঐরূপ বিকারের কারণ সম্বন্ধে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া অতঃপর রাজা সুরথ ও বৈশ্যসমাধি সেই আশ্রমস্থ মেধামুনিসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মুনি সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া রাজা সুরথ কহিলেন, 'হে মুনিবর! হৃতরাজত্ব, সম্পদে মমত্ব বোধই আমার একমাত্র দুঃখের কারণ কিন্তু ইহা জানিয়াও অজ্ঞের ন্যায় ইহাতে আমার মমতার কারণ কি? আর এই বৈশ্য ইনি স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক বর্জ্জিত ও পরিত্যক্ত অথচ ইনি তাহাদের প্রতি নিরতিশয়

আসক্ত। স্ত্রীপুত্র, রাজত্ব, সম্পদাদি অনিত্যবিষয়দোষদুষ্ট কিন্তু ইহা বুঝিয়াও আমাদের উভয়েরই চিত্ত উহাতে অনুরক্ত ও মমত্বযুক্ত হওয়ায় আমরা উভয়েই অতিশয় মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছি। একমাত্র অজ্ঞ ব্যক্তিরই এইরূপ মূঢ়তা থাকা সম্ভব। আমাদের এখনও এইরূপ **মায়া** ও **মোহের** কারণ কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেধামুনির রাজা ও বৈশ্যের নিকটে মহামায়ার মায়ার প্রভাব সম্বন্ধে বর্ণনা

(মধু ও কৈটভ বধ)

মেধামুনি সমীপে উপস্থিত হইয়া রাজা সুরথ ঐরূপ প্রশ্ন করিলে মেধামুনি কহিলেন, 'হে রাজন্! আপনি যথার্থই অতি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছেন'। অতঃপর, সকল প্রাণীরই মধ্যে রূপ, রসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয়জ্ঞানের অস্তিত্ব ও আসক্তির নিত্য বর্ত্তমানতা সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনান্তে মুনি কহিলেন,—হে রাজন্! ইহাই (বৈষ্ণবী) **মায়া** * নামে সুপ্রসিদ্ধা। এই মায়ারই প্রভাবে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা হয় এবং নিত্য বস্তুর প্রতি প্রীতি না হইয়া অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তি জন্মে। এই (দৈবী) মায়া জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা (যোগমায়া—তমঃ প্রধানাশক্তি) ইনিই সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। এই মহামায়াই সমগ্র চরাচর, বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন, প্রসন্না হইলে ইনিই আবার জীবের মুক্তি বিধান করিয়া থাকেন।

---

* বিষ্ণুমায়া, যোগমায়া, মহামায়া, আদ্যাশক্তির বিভিন্ন নাম

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, মুনিবর! যাঁহাকে আপনি এই মহামায়া বলিতেছেন সেই দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্না হন এবং তাঁহার স্বরূপ ও কার্য্যই বা কি? তাঁহার স্বরূপ ও আবির্ভাব সম্বন্ধে আপনার নিকটে সবিশেষ শুনিতে ইচ্ছা করি।

রাজা সুরথের এই প্রশ্নের উত্তরে মহামুনি মেধা কহিলেন,—এই মহামায়া নিত্যা আবার জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহারই বিরাট মূর্ত্তি। তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং নিত্যা হইলেও দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার বহুপ্রকার আবির্ভাবের বৃত্তান্ত আপনার নিকটে বর্ণনা করিতেছি, হে রাজন্! শ্রবণ করুন।

প্রলয়কালে পৃথিবী এক বিরাট কারণ-সমুদ্রে পরিণত হইলে, ভগবান বিষ্ণু অনন্তনাগকে শয্যারূপে বিস্তৃত করিয়া যখন যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন তখন মধু ও কৈটভ নামে ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড দুইটী অসুর ভগবান বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া বিষ্ণুর নাভি-পদ্মে অবস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। প্রজাপতি ব্রহ্মা, আরক্ত-লোচন ঐ উগ্র অসুরদ্বয় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাহাদের বধের নিমিত্ত যোগ-নিদ্রামগ্ন বিষ্ণুর জাগরণের নিমিত্ত তেজঃ-স্বরূপ বিষ্ণুর নয়নাশ্রিতা যোগ-নিদ্রারূপী যোগমায়া তামসী শক্তির * স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুতা হইলে তামসীদেবী, মধু, কৈটভের বিনাশার্থ এবং প্রজাপতি বিষ্ণুর যোগ-নিদ্রা ভঙ্গের জন্য ভগবান বিষ্ণুর নেত্রযুগল, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষস্থল হইতে নির্গতা হইয়া আবির্ভূতা হইলেন। অনন্তর যোগ-নিদ্রামুক্ত হইয়া ভগবান বিষ্ণু একীভূত জলময় বিশ্বে অবস্থিত অনন্তশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে, মহাবীর্য্য ও বিক্রমশালী ক্রোধোন্মত্ত এবং ব্রহ্মাবধে উদ্যত অসুরদ্বয়কে দেখিয়া ঐ অসুরদ্বয়ের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

* জ্ঞানের আবরক বলিয়া এই শক্তি তামসী।

পঞ্চসহস্র বৎসরব্যাপী ঘোরতর সংগ্রামের পর, অতিবলদর্পী, মহামায়ার মায়ার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও বিমোহিত দুষ্ট অসুরদ্বয় ভগবান বিষ্ণুকে তাহাদের নিকট বর প্রার্থনা করিতে বলিল। ইহাতে জগৎপতি বিষ্ণু বলিলেন, 'তোমরা আমার বধ্য হও ইহাই আমার আকাঙ্খিত ইহা ছাড়া অন্য বরের প্রয়োজন কি ?' ইহা শুনিয়া মহাময়ার মায়ায় মোহান্ধ অসুরদ্বয়, সমগ্র বিশ্বকে জলমগ্ন দেখিয়া উক্তি করিল, 'আপনার হস্তে আমাদের মৃত্যু যদিও গৌরবের তথাপি পৃথিবীর যেস্থল জলমগ্ন নহে একমাত্র সেইরূপ স্থলেই আমাদের বিনাশ সম্ভব'। অসুরদ্বয় এইরূপ উক্তি করিলে অনন্তর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী ভগবান বিষ্ণু মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয়ের মস্তক স্বীয় জঙ্ঘাদেশে স্থাপন করতঃ চক্রদ্বারা ছেদন করিলেন।

মহামুনি মেধা অতঃপর রাজা সুরথকে কহিলেন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সংস্তুতা হইয়া মহামায়া এইরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী কালে পুনরায় এই মহামায়ার আবির্ভাব ও দেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আপনার নিকটে কীর্ত্তণ করিতেছি শ্রবণ করুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহিষাসুর বধ

পূর্ব্বকালে মহিষাসুর যখন অসুরগণের রাজা ও ইন্দ্র দেবগণের অধিপতি ছিলেন সেই সময়ে সুদীর্ঘ একশত বৎসর ব্যাপী দেব ও অসুরগণের মধ্যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মহিষাসুর দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হইল এবং সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের অধিকারে নিজেই অধিষ্ঠিত হইল। ইহাতে স্বর্গরাজ্যচ্যুত দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শিব ও বিষ্ণুর

সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রচণ্ড মহিষাসুরের দৌরাত্ম্য কাহিনী যথাযথভাবে বর্ণনান্তে, মহিষাসুরের বধের নিমিত্ত দেবগণ শিব ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন।

ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণের মুখে মহিষাসুরের এবম্বিধ দুরাচরণের কথা শুনিয়া বিষ্ণু ও মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে ভ্রূকুঞ্চনে তাঁহাদের মুখ-মণ্ডল ভীষণ আকার ধারণ করিল। ইহাতে তাঁহাদের শরীর মধ্য হইতে মহাতেজ বিনিঃসৃত হইল। এই সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাদি প্রমুখ অন্যান্য সকল দেব শরীর হইতে এইরূপে নির্গত তেজোরাশি একত্র হইয়া এক অনুপম নারীমূর্ত্তির উদ্ভব হইল। শিবের তেজে বদনমণ্ডল, বিষ্ণুর তেজে বাহুসকল, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, যমের তেজে কেশপাশ ও অন্যান্য সকল দেবশরীর হইতে নির্গত তেজোরাশি সমন্বয়ে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্না অনুপম এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইলেন।

অনুপম এই এক মহাদেবী আবির্ভূতা হইলে মহিষাসুরকে সংহার করিবার জন্য অনন্তর দেবাদিদেব মহাদেব ও জগৎপাতা বিষ্ণু তাঁহাদের শূল হইতে শূলাস্তর ও চক্র হইতে চক্রাস্তয় উৎপাদন পূর্ব্বক এই দেবীর হস্তে প্রদান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় বজ্র হইতে বজ্রাস্তর উৎপাদন পূর্ব্বক দেবীকে প্রদান করিলেন। এইরূপে অগ্নিদেব দিলেন শক্তি ও পবনদেব ধনু ও তূনীর, যম দিলেন তাঁহার কালদণ্ড হইতে দণ্ডাস্তর, বরুণ তাঁহার পাশ হইতে পাশাস্তর দেবীকে প্রদান করিলেন। আর বিশ্বকর্ম্মা দেবীকে প্রদান করিলেন তীক্ষ্ণধার এক কুঠার ও অন্যান্য বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদি। ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু ও তাঁহার রুদ্রাক্ষের মালা, সূর্য্য দিলেন দেবীর প্রতিরোমকূপে তাঁহার রশ্মিসমূহ। অতঃপর, নানালঙ্কারে দেবীকে ভূষিত করিবার জন্য ক্ষীরোদ সমুদ্র দিল উজ্জ্বল এক মুকুতার হার, বাজু, নূপুর, কর্ণকুণ্ডল, বলয়াদি ও অঙ্গুরীয় এবং ললাটভূষণ কীরিটাদি। সমুদ্র দিল পদ্ম ও পদ্মের

মালা এবং পর্ব্বতরাজ হিমালয় সিংহ ও বিবিধ রত্ন এবং কুবের দেবীকে প্রদান করিলেন এক সদাপূর্ণ সুরাপাত্র আর নাগরাজ বাসুকী দিলেন মহামণি খচিত একটী নাগহার। এইরূপে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদি ও অলঙ্কারাদির দ্বারা সকলে দেবীকে ভূষিতা করিলেন।

এইরূপে সুসজ্জিতা হইলে অনন্তর আবির্ভূতা ঐ দেবী মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কার ও অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। এই ঘোর গর্জ্জন আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ করিয়া ভীষণ এক প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করিতে লাগিল। দেবীর মুহুর্মুহুঃ এই অট্টহাস্য ও হুঙ্কারে পৃথিবী ও চতুর্দ্দশ ভুবন সংক্ষুব্ধ হইল, সপ্ত সমুদ্র বিকম্পিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং পর্ব্বত সকল যেন বিচলিত হইয়া উঠিল। এইরূপ সন্দর্শনে দেবগণ, সিংহবাহিনী সেই দেবীর তখন মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং মুনিগণ সেই মহাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ ভুবন এইরূপে বিক্ষুব্ধ ও ত্রিলোকবাসীকে সন্ত্রস্ত দেখিলে মহিষাসুর তখন সক্রোধে, 'আঃ কিমেতদিতি'! (আঃ একি) এই বলিয়া সসৈন্যে অন্যান্য অসংখ্য অসুরগণের সহিত দেবীর হুঙ্কারোত্থিত ভীষণ সেই শব্দাভিমুখে ধাবিত হইল। এইরূপে ধাবিত হইয়া অতঃপর মহিষাসুর অনুপম সেই দেবীমূর্ত্তিকে দেখিতে পাইল। সেই দেবীকে সালঙ্কারা ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা দেখিতে পাইলে অসংখ্য সেই অসুর-গণ বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদি সহায়ে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া দেবীর সহিত সংগ্রামার্থে দেবীকে আক্রমণ করিল।

চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, মহাহনু, অসিলোমা, বিড়ালাক্ষ, দুর্মুখ, দুর্দ্ধর, বাস্কল, তাম্রাসুর, অন্ধকাসুর প্রভৃতি মহিষাসুরের সেনাপতিগণ যথাক্রমে বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদি সহায়ে সেই মহাদেবীর সহিত সংগ্রামের সম্মুখীন হইল। রণক্ষেত্রে অসুরনিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি দেবীও নিমিষে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্রে দেবীর নিশ্বাস প্রশ্বাসে অগণিত দেবী-

সৈন্য উৎপন্ন হইয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। দেবীর বাহন সিংহও কম্পিত কেশরে ভীষণ গর্জ্জনে অসুর সমূহের প্রাণ সংহার করিতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধস্থল রথ, অশ্ব, হস্তী এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি ও মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইল এবং রক্তধারাসকল নদী সমূহের ন্যায় প্রবাহিতা হইতে লাগিল। অগ্নি যেমন তৃণরাশিকে ভস্মীভূত করে অম্বিকাদেবী সেইরূপ মহিষাসুরের সেনাপতিগণসহ সেই বিশাল অসুরসৈন্য নিমিষে ধ্বংস করিলেন।

এইরূপে সমস্ত সৈন্যসামন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে অতঃপর মহিষাসুর সক্রোধে স্বয়ং যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইল। মহিষাসুর রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মহিষাকৃতি ধারণ পূর্ব্বক মুখাঘাতে, ক্ষুরাঘাতে, লাঙ্গুলাঘাতে ও তর্জ্জন গর্জ্জনে এবং নিশ্বাস বায়ুদ্বারা অগণিত দেবীসৈন্য সংহার করিতে লাগিল আবার কখনও বা শৃঙ্গদ্বারা অত্যুচ্চ পর্ব্বতসকল দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল ও সিংহবাহিনী সেই দেবীর সিংহকে সংহার করিবার জন্য কখনও বা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতে লাগিল। মহিষাসুরের প্রচণ্ড বিক্রমে ও তাহার রণক্ষেত্রে ঐরূপ বিচরণে পৃথিবী নিপীড়িতা বিশীর্ণা হইল এবং মেদিনী বিকম্পিতা হইতে লাগিল ও তাহার ক্ষণে ক্ষণে লাঙ্গুল তাড়নে সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া সর্ব্বত্র প্লাবিত করিল। মেঘ সকল তাহার শৃঙ্গদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইল এবং তাহার নিশ্বাসে অগণিত পর্ব্বতরাজি আকাশে উৎক্ষিপ্ত ও ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। মহিষাসুরের এইরূপ প্রচণ্ড বিক্রম সন্দর্শনে দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া মহিষাসুরকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিলেন। পাশদ্বারা বদ্ধ হইবামাত্র মহিষাকৃতি পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সে এক দুর্দ্দান্ত সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিতেই চণ্ডিকাদেবী তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে এক খড়্গধারী পুরুষরূপে আবির্ভূত হইল। দেবী বাণদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন সে তৎক্ষণাৎ

অতিকায় এক হস্তীর আকার ধারণপূর্ব্বক দেবীর বাহন সিংহকে তাহার শুণ্ডদ্বারা আকর্ষণ করিয়া গর্জ্জন করিতে থাকিলে দেবী খড়্গ-দ্বারা সেই অতিকায় হস্তীর শুণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে সে পুনরায় মহিষাকৃতি ধারণ করিয়া ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে লাগিল।

ইত্যবসরে জগন্মাতা মহামায়া কিঞ্চিৎ দিব্য সুরা পান করিতে করিতে অট্টহাস্তে দুর্ব্বৃত্ত মহিষাসুরকে কহিলেন, 'রে মূঢ় যদবধি আমি মধুপান করিতে থাকি তদবধি মাত্র তুই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাক্। এই ক্ষণেই আমি তোকে বধ করিলে স্বর্গ হইতে দেবগণ এই মুহূর্ত্তেই হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিবেন'! এই বলিয়া দেবী লম্পপ্রদান পূর্ব্বক মহিষা-সুরের কণ্ঠদেশ পদদ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া তাহার বক্ষে শূলাঘাত করি-লেন। এইরূপে মহিষাসুর দেবীর পদদ্বারা দৃঢ়ভাবে আক্রান্ত ও নিপীড়িত হইলে তাহার নিজ মুখ হইতেই মহা অসুররূপে অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলে অবশেষে শ্রীদুর্গাদেবীর প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া অতিপরাক্রমশালী দুর্জ্জয় মহিষাসুর ভূতল-শায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

দেবী দুর্গার খড়্গাঘাতে মহিষাসুর ধরাশায়ী হইলে স্বর্গ হইতে তখন দেবগণ বিপুল হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলেন ও পুলকিত চিত্তে দুর্গাদেবীর নানা স্তব স্তুতি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আকাশে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সুমধুর কণ্ঠে গীত গাহিতে লাগিলেন। অতঃপর, দেবোদ্যানজাত পারিজাতাদি দিব্যপুষ্প, কুঙ্কুম, সুগন্ধি ধূপাদির দ্বারা দেবগণ শ্রীদুর্গাদেবীর পূজা করিলেন। ইহাতে দেবী সুপ্রসন্না হইয়া প্রণতঃ দেবগণকে তাঁহাদের অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন।

দেবগণ দেবীকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইলে তাঁহারা দেবীকে বলিলেন, 'হে জগদম্বিকে! আপনি আমাদের ঘোরশত্রু দুর্জ্জয় মহিষাসুরকে * বধ করাতে আমাদের আকাঙ্খিত সমুদয়ই করা হইয়াছে তথাপি আপনি যখন আমাদের বর প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন আপনার শ্রীচরণে আমাদের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা যে, আমরা বিপদে যখনই আপনাকে স্মরণ করিব তখনই আপনি আবির্ভূতা হইয়া আমাদের বিপদসমূহ যেন নাশ করেন এবং কি দেবতা কি মানব যাহারাই আপনার পূজা বন্দনাদি করিবে তাহারাই যেন আপনার কৃপালাভে সমর্থ হয়।'

দেবগণের এইরূপ সকাতর প্রার্থনায়, 'তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা' অর্থাৎ তাহাই হউক এই বলিয়া ভদ্রকালী অন্তর্হিতা হইলেন।

—০:::০—

---

* মহিষাসুরের জন্ম বৃত্তান্ত

বরাহপুরাণ ও দেবীভাগবত মতে—বিপ্রচিত্তি দৈত্যের মহিষ্মতী নাম্নী কণ্যা, সিন্ধুদীপ নামক তপস্যারত এক ঋষিকে মহিষীবেশে ভয় দেখাইলে, তিনি তাহাকে 'মহিষী হও' এই অভিশাপ প্রদান করেন। এই মহিষ্মতীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম হয়।

কালীকাপুরাণ মতে—প্রজাপতি দক্ষের দনু নাম্নী কণ্যার করম্ভ ও রম্ভ নামে দুইটী দৈত্যপুত্র জন্মে। রম্ভাসুরের তপস্যায় শিবাংশে তাঁহার পুত্র মহিষাসুরের জন্ম হয়। এই মহিষাসুর তপস্যারদ্বারা দেবী সন্নিকটে দেবীর সাযুজ্য প্রার্থনা করিয়াছিল। (এই মহিষাসুর, যুদ্ধকালে মহিষ, সিংহ, হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি নানারূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।)

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয়ের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীর বন্দনা

মেধা ঋষি কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ত্রিজগতের মঙ্গলকারিণী পরমা বৈষ্ণবীশক্তি মহাদেবী যে রূপে মহিষাসুর দলনে আবির্ভূর্তা হইয়াছিলেন তাহা আপনার নিকটে কীর্ত্তণ করিলাম। এক্ষণে, শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুর্দ্দমনীয় প্রবল পরাক্রমশালী অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মহামায়া পুনরায় যে রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে আপনার নিকটে কীর্ত্তণ করিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে শুম্ভ, নিশুম্ভ নামে প্রচণ্ড অসুরদ্বয় ক্রমশঃ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে, কালক্রমে তাহারা দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য ও সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের, যম, বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি সকল দেবগণের অধিকার কাড়িয়া লইল। এইরূপে বলপূর্ব্বক দেবগণের অধিকার গ্রহণ পূর্ব্বক দুষ্ট অসুরদ্বয় দেবতাগণের কার্য্যাদি সম্পাদন করিতে লাগিল। দেবগণ স্বাধিকার হইতে এইরূপে বিচ্যুত ও বিতাড়িত হইলে, অনন্যো-পায় হইয়া দেবগণ হিমালয়ে গমন পূর্ব্বক মহিষাসুরমর্দ্দিনী সেই চণ্ডিকাশক্তির যিনি দেবতাগণকে বর প্রদান করিয়াছিলেন—বিপদে স্মরণ করিলেই সমুদয় বিপদ নাশ করিবেন, তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন।

দেবগণ, পরমা বৈষ্ণবীশক্তি সেই মহামায়ার অনুগ্রহ লাভার্থে সর্ব্বশক্তির আধারস্বরূপিণী দেবীকে সকাতর বন্দনা করিয়া ও পুনঃপুনঃ প্রণতি জানাইয়া অনন্তর দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।

* * *

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ তমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চখিলেষু যা।
ভূতেষু সততংতস্যৈ ব্যাপ্তি দেব্যৈ নমোনমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ ব্যাপ্যস্থিতা জগৎ
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

স্তুতাসুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রায়াৎ।
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা॥,
করোতু সা নঃ শুভ হেতুরীশ্বরী।
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ॥ *

* * *

দেবগণ সেই পরমাদ্যা প্রকৃতি মহামায়ার এইরূপে স্তব ও তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতে থাকিলে সেই সময়ে হর-হৃদি-বিহারিণী পার্ব্বতী জাহ্নবী-সলিলে স্নানার্থে আগমন করিলেন। দেবগণকে ঐরূপে সকাতর বন্দনায় নিরত দেখিয়া পার্ব্বতী তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন'? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র পার্ব্বতীর নিজ শরীরকোষমধ্য হইতে আদ্যাশক্তি এক অপরূপা শিবা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, 'স্বাধিকার বিচ্যুত স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ আমারই স্তব করিতেছেন'।

অনন্তর পার্ব্বতী জাহ্নবীসলিলে স্নানার্থে তথা হইতে প্রস্থান করিলে পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে উদ্ভূতা সেই কৌষিকীদেবী দেবগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার মানসে হিমালয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধূম্রলোচন ও চণ্ড,মুণ্ড বধ

কৌষিকীদেবী হিমালয়ে অবস্থান করিতে থাকিলে, চণ্ড,মুণ্ড নামক শুম্ভ, নিশুম্ভের অনুচরদ্বয় হিমালয় পরিভ্রমণকালে একদিন ঐ দেবীকে তাহারা দেখিতে পাইল। দেবীকে দেখিয়া দেবীর অপরূপ সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইলে চণ্ড,মুণ্ড প্রত্যাগমন করতঃ অসুররাজ শুম্ভসকাশে

---

* সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী প্রকৃতি ভেদে বিষ্ণুমায়া ত্রিবিধা, এইজন্য বারত্রয় তস্যৈ শব্দের উক্তি এবং কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ প্রণাম সূচনায় নমঃ শব্দের ত্রিরুক্তি।

দেবীর ঐ অপরূপ রূপলাবণ্যের কাহিনী বর্ণনা করিল এবং দুষ্ট অনুচর-দ্বয় অমূল্য ঐ নারীরত্ন গ্রহণ করিতে দৈত্যরাজ শুম্ভকে নিরতিশয় প্ররোচিত করিতে লাগিল। দেবীর ঐ অপরূপ সৌন্দর্য্যবার্ত্তা শ্রবণে বিমোহিত শুম্ভাসুর অতঃপর ঐ অমূল্যরত্নকে স্বাধিকারে আনিবার জন্য সুগ্রীব নামক এক দূতকে প্রেরণ করিল। দেবীসমীপে দূত সমুপস্থিত হইয়া ঐ রাজবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে, দেবী কহিলেন, 'দূত ! তোমা কর্ত্তৃক রাজবার্ত্তা শ্রুত হইলাম কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, বলপূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে'। ইহা শুনিয়া দূত সুগ্রীব শুম্ভ নিশুম্ভের অপরিসীম শৌর্য্যবীর্য্যের কথা দেবী সন্নিকটে বর্ণনা করিল। কিন্তু তাহাতেও দেবীকে তাহার সহিত অসুররাজের নিকটে যাইতে সম্পূর্ণ অসম্মতা দেখিয়া, অগত্যা সুগ্রীব শুম্ভসমীপে প্রত্যাগমন করতঃ দেবীর আগমনে অসম্মতির কথা নিবেদন করিল। ইহা অবগত হইলে দৈত্য-রাজ শুম্ভ ক্রোধান্বিত হইয়া তখন অগণিত সৈন্যসহ সেনানায়ক ধূম্র-লোচনকে দেবীকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিতে প্রেরণ করিল। ধূম্র-লোচন সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া দেবীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবামাত্র অম্বিকাদেবী হুঙ্কারে ধূম্রলোচনকে ভস্মীভূত ও অসুরসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিলেন।

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ শুম্ভ নিরতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া অতঃপর অসংখ্য সৈন্য, হস্তী, রথ, অশ্ব সমভিব্যাহারে প্রধান সেনা-নায়কদ্বয় চণ্ড,মুণ্ডকে যুদ্ধে প্রেরণ করিল এবং যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেবীকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া আনয়ন করিতে আদেশ করিল। দৈত্যসৈন্যগণ সহ চণ্ড ও মুণ্ড রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেবীকে পরাস্ত করিয়া বন্ধন পূর্ব্বক দৈত্যরাজ শুম্ভ সকাশে লইয়া যাইবার জন্য দেবীর সহিত ঘোর-তর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অসুরগণকে এইরূপ ঘোরতর সংগ্রামে

রক্ত দেখিয়া কৌষিকীদেবীর ক্রোধে মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে দেবীর ভ্রুকুটী কুটীল ললাটদেশ হইতে ভীষণবদনা এক কালী-মূর্ত্তি বিনিঃসৃতা হইলেন। দেবীর ললাটোদ্ভূতা বিচিত্র নরকঙ্কালধারিণী নরমুণ্ডমালিনী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিতা, অস্থি-চর্ম্মমাত্রদেহা, অতিভীষণা, অতিবিশালবদনা, লোলজিহ্বায় ভয়প্রদা, কোটরগত আরক্ত চক্ষুবিশিষ্ট এবং বিকটশব্দে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণকারিণী * সেই কালিকাদেবী সবেগে অসুর সৈন্যগণের মধ্যে ধাবিত হইয়া সৈন্যসেনানীগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হস্তী, রথ, অশ্ব ও অশ্বের সহিত অশ্বারোহী, সারথির সহিত রথকে বদনমধ্যে নিক্ষেপ করতঃ বিকট দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে স্বল্পক্ষণের মধ্যেই অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও অগণিত অসুরসৈন্য, সেনানী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। এইরূপে সমুদয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে অনন্তর চণ্ড,মুণ্ড ও অন্যান্য বীর অসুরগণ অস্ত্র-শস্ত্রাদিসহায়ে দেবীর সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত হইল। চণ্ড,মুণ্ড সসৈন্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করিল ও বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদি নিক্ষেপ করতঃ কালীকে সমাচ্ছন্ন করিল। চণ্ড,মুণ্ড প্রচণ্ড অসুরদ্বয় সসৈন্যে এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলে অনন্তর সেই নৃমুণ্ড মালিনী কালিকাদেবী সক্রোধে মহাখড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক চণ্ডের প্রতি ধাবিত হইয়া কেশাকর্ষণ করিয়া সেই খড়্গের দ্বারা চণ্ডের মস্তক ছেদন করিলেন। এইরূপে

---

* ভৃকুটী-কুটীলাত্তস্যা ললাট-ফলকাদ্ দ্রুতম
কালী করাল বদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিণী ॥
বিচিত্র-খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্ম-পরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥
অতিবিস্তার-বদনা জিহ্বাললনা-ভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ॥

চণ্ডকে নিহত হইতে দেখিয়া, ক্রোধান্বিত হইয়া মুণ্ড দেবীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, দেবী নিমিষে মুণ্ডকেও তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে ভূতল-শায়ী করিলেন। অতঃপর কালীকাদেবী চণ্ড ও মুণ্ডের ছিন্নমস্তকদ্বয় লইয়া কৌষিকী অম্বিকাদেবীর নিকট উপহার প্রদান করতঃ অট্টহাস্য-মিশ্রিত বাক্যে বলিলেন, 'শুম্ভনিশুম্ভ অসুরদ্বয়কে আপনি নিজেই বধ করিবেন।'

অম্বিকাদেবী তখন কালীকে বলিলেন, 'আপনি চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তকদ্বয় আমাকে উপহার দেওয়াতে পৃথিবীতে আপনি চামুণ্ডা * নামে অভিহিতা ও বিখ্যাতা হইবেন।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রক্তবীজ এবং শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধ

চণ্ড, মুণ্ড নিহত হইলে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নিরতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল। অতঃপর অসুররাজ শুম্ভ ও নিশুম্ভ অগণিত বীর অসুরগণ সমভিব্যাহারে ও অসংখ্য হস্তী, রথ, অশ্বসহ এবং বহুপ্রকারের অস্ত্র-শস্ত্রাদির দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থে রণাঙ্গনে দেবীর সম্মুখীন হইয়া প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অসুরগণকে এইরূপে অভূতপূর্ব্ব সংগ্রামে নিযুক্ত হইতে দেখিলে, কৌষিকী অম্বিকাদেবীর মধ্য হইতে তখন অতিভীষণা, অত্যুগ্রা চণ্ডিকাশক্তি আবির্ভূতা হইলেন। চণ্ডিকাদেবী আবির্ভূতা হইয়া হুঙ্কারনাদে দিঙ্মণ্ডল আলোড়িত করিলেন। চণ্ডিকা-শক্তিকে আবির্ভূতা হইতে দেখিয়া দুর্দ্দান্ত অসুরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর হইতে শক্তি-সমূহ বিনিঃসৃতা হইয়া দেবাদির অনুরূপ আকার ও বাহনে দেবীমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে চণ্ডিকাদেবীকে সাহায্য করিবার জন্য আবির্ভূতা

* দুর্গোৎসবে মহোষ্টমীর শেষভাগে ও নবমীর পুরোভাগে যে সন্ধিপূজা হইয়া থাকে, তাহাতে এই দেবী চামুণ্ডার পূজা হইয়া থাকে।

হইয়া অসুর সৈন্য ও সেনানীগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ক্রোধোন্মত্ত অসুরগণ তখন বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্রাদি বর্ষণের দ্বারা দেবীকে আচ্ছন্ন করিল। অসুর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া, শুম্ভ সৈন্যসেনানীগণকে মর্দ্দিত ও মথিত করিয়া দেবী রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর রক্তবীজ নামে অত্যাশ্চর্য্য অতিভীষণ এক অসুর দেবীর সহিত যুদ্ধার্থে রণস্থলে অবতীর্ণ হইল। যুদ্ধে আহতকালে বা শরীরে কিঞ্চিন্মাত্র আঘাতপ্রাপ্ত হইলে, রক্তবীজ নামক ঐ অসুরের শরীর নিঃসৃত রক্ত-কণা ভূমিতে পতিত হইবামাত্র ঐ রক্তবীজের সমকক্ষ এক এক অতি বীর অসুর ঐ রক্তবিন্দু হইতে উৎপন্ন হইতে লাগিল। এইরূপে রক্তবীজাসুরের রক্তবিন্দুজাত অসুরগণ রণস্থল ও দিঙ্মণ্ডল পরিব্যপ্ত করিল। এইরূপ অবস্থা সন্দর্শনে স্বর্গের দেবগণও অতঃপর ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দেবগণকে ভয়াকুল ও সন্ত্রস্ত দেখিলে তখন চণ্ডিকা-দেবী অট্টহাস্য করতঃ তাঁহার ললাটদেশোদ্ভূতা ভীষণা, বিশালবদনা, লোলজিহ্বায়ভয়প্রদা সেই চামুণ্ডা কালীকাদেবীকে বলিলেন, 'আমার অস্ত্রাঘাতে উৎপন্ন রক্তবিন্দুসমূহ ও রক্তবিন্দুজাত সমুদয় অসুরগণকে বদন বিস্তৃত করিয়া সত্বর পান ও ভক্ষণ করিতে করিতে তুমি রণস্থলে বিচরণ করিতে থাক'। চণ্ডিকাদেবী কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইলে, ঐ অসুরদেহ বিনিঃসৃত রক্তবিন্দু সকল পান ও ঐ রক্তকণাজাত অসুর সমূহকে ভক্ষণ করিতে করিতে চামুণ্ডাদেবী রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। চামুণ্ডা কালীকাদেবী এইভাবে রণস্থলে বিচরণ করিতে থাকিলে অনন্তর চণ্ডিকাদেবী শূল, বজ্র, বাণ, অসি, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রাদি নিক্ষেপ ও আঘাতের দ্বারা অত্যাশ্চর্য্য, অতি ভীষণ ঐ রক্তবীজকে সংহার করিলেন।

এইরূপে শুম্ভ নিশুম্ভের অতি বীর ও অত্যাশ্চর্য্য ভয়ঙ্কর অসুরগণও একে একে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে, অসুররাজভ্রাতা নিশুম্ভ অতিশয়

ক্রোধান্বিত হইয়া রাজা শুম্ভের প্রধান প্রধান সৈন্যসামন্ত ও বীর অসুর-গণসমভিব্যহারে ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থে দেবীর সম্মুখীন হইল। যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইয়া দেবীর সহিত নিশুম্ভ প্রচণ্ড সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অত্যাশ্চর্য্য অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রয়োগের দ্বারা নিশুম্ভ দিঙ্মণ্ডল আলোড়িত ও যুদ্ধস্থল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। অম্বিকাদেবী নিমিষমধ্যে নিশুম্ভ নিক্ষিপ্ত অত্যাশ্চর্য্য অস্ত্রসকল চূর্ণবিচূর্ণ করিতে লাগি-লেন। ইহাতে নিশুম্ভ ক্রোধান্বিত হইয়া অবশেষে তীক্ষ্ণধার এক কুঠার হস্তে দেবীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে প্রখর বাণবর্ষণে দেবী চণ্ডিকা নিশুম্ভকে ভূপাতিত করিলেন। নিশুম্ভ দেবীকর্ত্তৃক বাণাহত হইয়া ভূপতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে তখন ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া দৈত্যরাজ শুম্ভ সুদীর্ঘ অষ্টবাহু বিস্তার করিয়া এবং ঐ সকল হস্তে পরমাস্ত্র সকল ধারণ পূর্ব্বক দেবীকে বধ করিবার নিমিত্ত আকাশ ব্যাপিয়া অম্বিকাদেবীর প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল। ইহাতে দেবী উল্লম্ফনে আকাশে উঠিয়া করদ্বারা ভূমিতে আঘাত করিলেন ও বিকট অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। দেবীকে সংহার করিবার নিমিত্ত দৈত্য-রাজ শুম্ভ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সংগ্রাম করিতে লাগিল ও পরমাস্ত্র সকল প্রয়োগের দ্বারা দেবীকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। দেবীও নিমিষে শুম্ভনিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সমূহ দিব্যাস্ত্রাদি নিক্ষেপে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন ও অবশেষে ক্রুদ্ধা হইয়া চণ্ডিকাদেবী শুম্ভকে প্রচণ্ড শূলাঘাত করিলেন। এই আঘাতে অসুররাজ শুম্ভ আহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে নিশুম্ভ সংজ্ঞালাভ করিলে প্রচণ্ড বিক্রমে দেবীর সহিত সংগ্রামে পুনঃ প্রবৃত্ত হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে অতঃপর অসুরবীর নিশুম্ভ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া গদা ও শূল হস্তে দেবীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, চণ্ডিকাদেবী ঘূর্ণিত শূলদ্বারা নিশুম্ভা-সুরের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃত অসুরদেহমধ্য

হইতে অতি ভীষণ এক মহাসুর উদ্ভূত হইল। খড়্গদ্বারা তৎক্ষণাৎ দেবী তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

দৈত্যশ্রেষ্ঠ শুম্ভাসুর অতঃপর সংজ্ঞালাভ করিয়া ভ্রাতা নিশুম্ভকে নিহত দেখিলে, সক্রোধে ঝটিকাপ্রবাহের ন্যায় সবেগে দেবী সংহারে ধাবিত হইয়া ক্রোধকম্পিতস্বরে ও আরক্তলোচনে দেবীকে কহিল, 'রে উদ্ধতা দুর্গা! তুমি মহাবীর ও অসংখ্য অসুরগণকে পরাজয় ও ধ্বংস করিয়াছ কিন্তু ইহাতে তুমি গর্ব্বিতা হইওনা কারণ তুমি অন্যান্য দেবীশক্তির সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছ'। ইহা শুনিয়া দেবী দুর্গা কহিলেন, 'এজগতে একমাত্র আমিই বিরাজিতা আর সকল আমারই মাত্র অভিন্নাবিভূতিনিচয়, অসুররাজ শুম্ভ! এই দেখ এই নিমিষমাত্রে ইহারা আমাতেই বিলীনা হইয়া যাইতেছে আমি এক্ষণে একাকিনীই বিরাজ করিতেছি'। দেবী কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইবামাত্র অন্যান্য দেবীশক্তিসমূহ শ্রীদুর্গাদেবীর শরীরমধ্যে বিলীনা হইলে দেবী আদ্যাশক্তি তখন একাকিনী বিরাজিতা থাকিয়া রণস্থলে শোভা পাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া অনন্তর শুম্ভ প্রচণ্ড বিক্রমে হুঙ্কারনিনাদে দেবীর সহিত পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে দেবী অম্বিকা শুম্ভকে বধ করিবার নিমিত্ত দিব্যাস্ত্রাদি নিক্ষেপ করিতে থাকিলে দৈত্যরাজ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিশেধক অস্ত্রশস্ত্রাদি নিক্ষেপ করতঃ দেবী নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি খণ্ডবিখণ্ড করিতে লাগিল। শুম্ভ দেবীকে লইয়া উল্লম্ফনে আকাশে উঠিল দেবীও নিরালম্বনা হইয়া শুম্ভের সহিত আকাশেই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর চণ্ডিকাদেবী অসুররাজ শুম্ভকে শূন্যে ঘুরাইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। শুম্ভ দেবী কর্ত্তৃক এইরূপে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইলে পুনরোত্থিত হইয়া দেবীকে সংহার করিবার নিমিত্ত সক্রোধে ও সবেগে দেবীর প্রতি ধাবিত হইতে থাকিলে, শুম্ভের বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া চণ্ডিকাদেবী তাঁহার হস্তস্থিত শূলত্যাগ করিলেন।

ইহাতে শুম্ভের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইল। এই প্রচণ্ড শূলাঘাতে সসাগরা পৃথিবী বিকম্পিত করিয়া ভূপতিত হইয়া অসুররাজ শুম্ভ প্রাণত্যাগ করিল।

চণ্ডিকাশক্তি দেবী দুর্গা কর্ত্তৃক প্রবল পরাক্রমশালী শুম্ভ, নিশুম্ভ এই প্রচণ্ড অসুরদ্বয় এইরূপে নিহত হইলে, স্বর্গরাজ্যচ্যুত দেবগণের হর্ষ-ধ্বনিতে দিগন্তপ্লাবিত হইল এবং হর্ষপুলকিত চিত্তে তখন দেবগণ আদ্যা-শক্তি কাত্যায়ণীদেবীর নানা স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ মধুরস্বরে গান ধরিলেন ও উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

দেবগণ কর্ত্তৃক সংস্তুতা হইলে অনন্তর দেবী কহিলেন,—দেবগণ, আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া এক্ষণে তোমাদের বরদানে আমি উদ্যতা হইয়াছি। জগতের কল্যাণার্থে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় বর প্রার্থনা কর আমি তোমাদিগকে তাহাই প্রদান করিতেছি। তখন দেবগণ বলিলেন,—দেবী, আপনি ভবিষ্যতে এইরূপে আবির্ভূতা হইয়া সকল বিঘ্নের প্রশমনরূপ শত্রুনাশ করিবেন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। দেবগণের এইরূপ প্রার্থনা শ্রুত হইলে দেবী কাত্যায়ণী কহিলেন,—

সপ্তম মন্বন্তরে বৈবস্বত মনুর অধিকার সময়ে (কলি ও দ্বাপরের সন্ধিতে) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অন্য মহা অসুরদ্বয় উৎপন্ন হইলে, নন্দ গোপগৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করতঃ আমি সেই অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিব। পুনরায় আমি অত্যন্ত ভয়-ঙ্করী মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইয়া বিপ্রচিত্তিবংশীয় দানবগণকে সংহার করিব। পুনরায় শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি বশতঃ পৃথিবী জলশূন্যা হইলে মুনিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুতা হইয়া আমি অযোনিসম্ভূতা হইয়া জগতে আবির্ভূতা হইব। অতঃপর আমি শাকম্ভরী নামে আবির্ভূতা হইয়া দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করিয়া আমি দুর্গাদেবী নামে প্রসিদ্ধা হইব। পুনরায় ভীমামূর্ত্তিতে হিমালয়ে আবির্ভূতা হইয়া মুনিগণকে

সংরক্ষণ করিবার জন্য আমি রাক্ষসকুল ধ্বংস করিব। অতঃপর ভ্রমরময় (অসংখ্য ভ্রমরবিশিষ্ট) আকৃতি ধারণ করিয়া ত্রিভুবনের মঙ্গলহেতু অরুণাসুর নামক মহাসুরকে নিধন করিব। দেবগণকে ভবিষ্যৎ আবির্ভাব সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়া অবশেষে দেবী কহিলেন, এইরূপ স্তবস্তুতিদ্বারা যে আমার পূজাবন্দনা বা আমার এই মাহাত্ম্য কীর্ত্তণ করিবে তাহাকে আমি তাহার অভিলাষ অনুযায়ী ঐহিক অভ্যুদয় বা পারমার্থিক কল্যাণরূপ বর প্রদানে ভূষিত করিব। আর সমাহিত চিত্তে নিত্য আমার যাহারা এইরূপ স্তব করিবে বা অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী তিথিতে আমার এই মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিবে তাহাদের সকল বিপদ হইতে আমি বিমুক্ত করিব। এইরূপ বর্ণনান্তে চণ্ডিকাশক্তি দেবী দুর্গা অন্তর্হিতা হইলেন।

শুম্ভ ও নিশুম্ভ * এইরূপে নিহত হইলে দেবগণ অতঃপর তাঁহাদের স্বাধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং স্বাধিকারে এইরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

*** শুম্ভ, নিশুম্ভের জন্মবৃত্তান্ত**

বামণপুরাণ মতে—কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে শুম্ভ, নিশুম্ভ অসুরদ্বয়েয় জন্ম হয়। ইহারা অবধ্য। ব্রহ্মার নিকট ইহারা এই বর লাভ করিয়াছিল যে কেবলমাত্র অযোনিসম্ভূত পুংসংস্পর্শরহিত স্ত্রীশরীর হইতে উদ্ভূতা নারীর প্রতি আসক্তিবশতঃ তাঁহাকর্ত্তৃকই কেবলমাত্র বধ্য হইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবী মাহাত্ম্য শ্রবণে বিমুগ্ধ রাজা ও বৈশ্যের তপস্যায় গমন ও দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান

রাজা সুরথ ও সমাধির নিকটে মহামুনি মেধা অত্যাশ্চর্য্য এই দেবীমাহাত্ম্য কীর্ত্তণ করিয়া অবশেষে কহিলেন, এই ভগবতীদেবী ব্যাপিকা ও নিত্যা হইলেও প্রয়োজন হইলে পুনঃ পুনঃ এইভাবে আর্বিভূতা হইয়া থাকেন। এই দেবী মহামায়াই সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তি-রূপে (ব্রহ্মারূপে) প্রকাশিত হন, ইনিই স্থিতি সময়ে স্থিতিশক্তিরূপে (বিষ্ণুরূপে) পালন করেন এবং প্রলয়কালে ইনিই আবার শিবরূপে সংহাররূপ ধারণ করেন। এই মহামায়াই সুসময়ে লক্ষ্মীরূপে সুখসমৃদ্ধি দান করিয়া থাকেন এবং দুঃসময়ে অলক্ষ্মীরূপে ইনিই আবার দুঃখ-দারিদ্র্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। এই মহামায়াই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি-কর্ত্রী, ইহারই কর্ত্তৃক জীব মায়ামুগ্ধ এবং ইহারই মায়ায় জীব মোহান্ধ আবার কেবলমাত্র এই দেবীরই কৃপায় মায়াপাশ হইতে জীব মুক্তিলাভ করিতে ও মোহমুক্ত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে। এই মহামায়ার আরাধনা ও পূজা দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হইয়া থাকে। নিষ্কামভাবে এই দেবীর আরাধনা করিলে জীবের তত্ত্বজ্ঞান ও সকামভাবে আরাধনা করিলে ইহারই প্রসাদে জীবের ঐহিক অভ্যুদয় হইয়া থাকে। এই মহামায়াই কৃপা করিয়া জীবকে আবার সদ্বুদ্ধি, ধর্ম্মেমতি ও শুভগতি প্রদান করিয়া থাকেন।

রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের নিকটে দেবীমাহাত্ম্য এইভাবে কীর্ত্তণ করিয়া অনন্তর মহামুনি মেধা কহিলেন,—হে রাজন্! অনন্তশক্তিসম্পন্ন দেবীর এই মাহাত্ম্য কথা তোমাদের নিকট কীর্ত্তণ করিলাম। সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী এই **মহামায়াই** তোমাকে ও এই বৈশ্যকে তাঁহার **মায়ামুগ্ধ** ও **মোহাচ্ছন্ন** করিয়া রাখিয়াছেন। একমাত্র এই **মহামায়ার** শরণাগত হইয়া ইহার আরাধনা ও পূজার দ্বারা ইনি প্রসন্না ও ইহার কৃপাপ্রাপ্ত হইলে জীব এই **মহামায়ার** দুরতিক্রম্য **মায়া** ও **মোহমুক্ত** হইতে সমর্থ হয় এবং ইহারই প্রসাদে ঐহিক অভ্যুদয় ও পারমার্থিক কল্যাণ বা জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। *

ঋষি মার্কণ্ডেয় দেবীমাহাত্ম্য এইরূপে কীর্ত্তণ করিয়া অনন্তর ভাগুরিকে কহিলেন,—রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি মুনি সন্নিকটে এই অত্যাশ্চর্য্য দেবীমাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করতঃ বিমুগ্ধ হইয়া মুনিকে প্রণামান্তর সেই ক্ষণেই ঐ আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যার্থ উভয়েই প্রস্থান করিলেন। রাজা সুরথ ও সমাধি মেধামুনি সন্নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নদীতীরে অবস্থান করতঃ বহুকাল তপস্যাদিতে নিযুক্ত রহিলেন। এই ভাবে তপস্যায় বহুকাল রত থাকিবার পর তাঁহারা উভয়ে দেবী মহামায়ার প্রতিমায় পূজার অনুষ্ঠান করিতে উদ্যোগী হইলেন। অনন্তর দেবীর মৃন্ময়ী এক প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, সুগন্ধি পুষ্পাদি, ধূপ, দীপ, ফলমূল নৈবেদ্যাদি ও হোম সহকারে উভয়ে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর প্রতিমা পূজার অনুষ্ঠান করিলেন। এইরূপে সংযত ও বিশুদ্ধচিত্তে এবং ভক্তি সহকারে বর্ষত্রয় শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর পূজা অনুষ্ঠানের পর দেবী পরিতুষ্টা হইলে অবশেষে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া দেবী কহিলেন,—রাজন্! ও বৈশ্যকুলনন্দন্! তোমাদের পূজায় আমি সবিশেষ

---

* 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'।

পরিতুষ্টা হইয়াছি এক্ষণে আমার নিকটে তোমরা তোমাদের অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তোমরা যাহা যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই আমি তোমাদের প্রদান করিব।

শ্রীদুর্গাদেবীর অভাবনীয় এই আবির্ভাবে ও দেবীর এইরূপ অশেষ কৃপালাভের অধিকার পাইয়া সুরথ ও সমাধি যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দেবী সন্নিকটে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিবার আদেশ পাওয়াতে অতঃপর রাজা সুরথ, স্বীয় শক্তিপ্রভাবে শত্রুবিনাশ পূর্ব্বক হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্তি এবং জন্মান্তরে (সাবর্ণি মনুরূপে) চিরস্থায়ী রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। আর বুদ্ধিমান ও বৈরাগ্যবান বৈশ্য সমাধি দেবীর নিকটে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য বর প্রার্থনা করিলেন।

উভয়ের এইরূপ প্রার্থনায় প্রীত হইয়া দেবী দুর্গা কহিলেন,—হে রাজন্! অল্পদিনের মধ্যেই শত্রুর বিনাশ সাধনপূর্ব্বক তুমি তোমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিবে এবং তোমার অভিলাষ ও প্রার্থনা অনুযায়ী জন্মান্তরে তুমি সূর্য্যদেব হইতে তৎপত্নী সবর্ণার গর্ভে জন্মলাভ করিয়া পৃথিবীতে সাবর্ণি নামে অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি হইবে, আর হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ সমাধি! তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছ জীবের শ্রেষ্ঠসম্পদ সেই বর আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি আমার প্রসাদে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হউক।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভাগুরি! মহামায়া শ্রীদুর্গাদেবী দুই জনকে তাহাদের অভিলাষ অনুরূপ ও উভয়ের প্রার্থনা অনুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ এইরূপ বর প্রদানপূর্ব্বক অতঃপর অন্তর্হিতা হইলেন। এইরূপে দেবী কর্তৃক বরলাভে মহামায়ার কৃপায় বৈশ্য সমাধি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন এবং রাজা সুরথ দেবীর কৃপায় বাহুবলে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া স্বীয়রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং দেবী কর্ত্তৃক বরলাভে

এই মহামায়ারই কৃপায় পরবর্ত্তীকালে এই রাজা সুরথ সূর্য্য ও তৎপত্নী সবর্ণাতনয়া সাবর্ণিরূপে জন্মলাভ পূর্ব্বক অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি হইবেন। *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৺দুর্গাপূজা এবং প্রতীক্ ও প্রতিমা পূজা

রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি শ্রীদুর্গাদেবীর যে পূজার অনুষ্ঠান করিয়া দেবীর কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন সেই শক্তির পূজা রক্ষকুল-পতি রাবণ কর্ত্তৃক পরবর্ত্তীকালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যাহা বাসন্তীপূজা বলিয়া অভিহিত। তৎপরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অমিতশক্তিসম্পন্ন রক্ষ-কুলরাজ রাবণ ধ্বংসের নিমিত্ত শক্তি অর্জ্জনে মহাশক্তির আরাধনায় অকালবোধন করিয়া শরৎকালে এই শ্রীদুর্গাদেবীর পূজা অনুষ্ঠান করিয়া দেবীর প্রসাদলাভ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে অদ্যাবধি অকালবোধন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত চণ্ডিকাশক্তি দেবী দুর্গার পূজাই অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

---

* এই দেবীমাহাত্ম্য কথা মহামুনি মেধা প্রথমে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে বলেন। পরবর্ত্তীকালে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় স্বীয়শিষ্য ভাগুরি সমীপে এই দেবীমাহাত্ম্য কীর্ত্তণ করেন। তৎপরে ভাগুরি কথিত বিবরণ দ্রোণমুনির চারিপুত্র (অভিশাপে পক্ষীযোনিপ্রাপ্ত—পিঙ্গাখ্য, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখ) ব্যাসশিষ্য মহর্ষি জৈমিনীকে বলেন। চণ্ডীর আখ্যান পরম্পরাক্রমে এইভাবে সুপ্রচলিত।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, এই বাঙ্গালাদেশেই চণ্ডীর উৎপত্তি। আবার খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডাঃ ভাণ্ডারকর এবং সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ অধ্যাপক ইডেন পার্জ্জিটার প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ শ্রীশ্রীচণ্ডী রচনার কাল নির্ণয় করিয়াছেন—খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী।

[বিঃ দ্রঃ :—পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সঙ্কলিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর টীকাদির অনেকস্থলে সাহায্য লওয়ায় এই চণ্ডীর আখ্যানের সঙ্কলন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে এবং যাহার জন্য আমি তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ।]

একণে এইস্থলে এই শ্রীদুর্গা (প্রতিমা) পূজা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া লওয়া যাইতেছে। প্রতিমায় শ্রীদুর্গাপূজায় * প্রতিমারমধ্যে যে লক্ষ্মী ও সরস্বতীদেবীর আবাহন ও পূজার অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে তাহা মহামায়ারই যে রাজসী ও সাত্ত্বিকী শক্তি (যথাক্রমে লক্ষ্মী ও সরস্বতী) তাঁহারই পূজার উদ্দেশ্যে ঐরূপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কারণ এই মহামায়া নির্গুণা, নিত্যা হইলেও তাঁহারই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী শক্তিই যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী। দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে যথা,—

'তস্যাস্তু সাত্ত্বিকীশক্তি রাজসী তামসী তথা,
মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাস্ত্রিয়ঃ'।

আবার মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী যথাক্রমে বাহিরে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপা হইলেও অন্তরে সকলেই সত্ত্বপ্রধানা।

৺দুর্গোৎসবে প্রতিমান্তর্গত চণ্ডিকাশক্তি দেবী দুর্গার এবং এই লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর আবাহন ও পূজার অনুষ্ঠানে, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিগুণাত্মিকা মহাশক্তি সেই মহামায়ারই যে আরাধনা ও পূজার অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে সে কথা আর বলাই বাহুল্য। আর প্রতিমার মধ্যে দেবসেনাপতি যে কার্ত্তিকেয় ও গণপতি গণেশের আবাহন করা হইয়া থাকে তাহা সেই মহাশক্তিরই বীর্য্যশক্তি কার্ত্তিকেয়-রূপে এবং সেই মহাশক্তির গণশক্তির প্রতীকরূপে সিদ্ধিদাতা গণেশ প্রভৃতির আবাহনে শ্রীদুর্গা (প্রতিমা) পূজায় ত্রিগুণাত্মিকা মহাশক্তি মহামায়ার পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

---

* কোন কোন পণ্ডিতগণ ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বাঙ্গলাদেশে এই প্রতিমায় দুর্গাপূজা সহস্রবৎসর যাবৎ সুপ্রচলিত।

এক্ষণে পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য প্রতীক্ ও প্রতিমা পূজা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। শাস্ত্রকার বলেন—'অন্তর ও বাহ্যজগতের অন্তর্গত যে সকল বিশেষ শক্তিশালী পদার্থ মানবমনে স্বভাবতঃ অনন্তের ভাব উদিত করাইয়া তাহাকে জগৎকারণের অনুসন্ধানে ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-করণে নিযুক্ত করে, তাহাকেই প্রতীক্ বলে। আর ধাতু, প্রস্তর বা মৃত্তিকাদি কোন প্রকার পদার্থ-গঠিত কৃত্রিম মূর্তিবিশেষে, জগৎকারণের সৃষ্টিস্থিত্যাদি গুণরাশির আরোপ বা আবেশ কল্পনা করিয়া পূজা ধ্যানাদি সহায়ে জগন্মাতার সাক্ষাৎ স্বরূপের উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করাকেই প্রতিমাপূজা বলে'। 'অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যানুসন্ধানং' 'অর্থাৎ যাহা সসীম স্বভাবহেতু পূর্ণব্রহ্ম নহে ঐ প্রকার কোন পদার্থ বা প্রাণীকে ব্রহ্ম বলিয়া ধরিয়া লইয়া পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপানুভূতির চেষ্টা করার নামই প্রতীক্ ও প্রতিমাপূজা'। উল্লেখ বাহুল্য যে, এই প্রতীক্ ও প্রতিমাপূজা জগদম্বার স্বরূপ উপলব্ধি ও জগৎকারণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকরণে সহায়ক। কারণ এই কৃত্রিম মূর্তিতে জগৎকারণের ষড়ৈশ্বর্য্যাদি গুণরাশির আরোপ বা আবেশের নিরন্তর কল্পনা ও ধ্যানে অনুরাগ উপস্থিত হইলে এই জড়ের মধ্যে চরমে আসল স্বরূপ চেতনের উপলব্ধি হয়।

এইস্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই প্রতিমাপূজার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রাম্যভাষায় একদিন ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 'শোলার আতা দেখিলে যেমন আসল আতার কথা মনে পড়ে'। তিনি এই প্রতিমা সম্বন্ধে ভক্তগণ সমক্ষে আরও বলিয়াছিলেন, 'মৃন্ময়ী কেন গো চিন্ময়ী' অর্থাৎ প্রতিমা চৈতন্যময়ী।

কিন্তু বলাবাহুল্য, জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগৎ ও অনার্য্যোচিত ধর্ম্মাবলম্বিগণ এই প্রতিমাপূজাকে নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় পৌত্তলিকতা বা পুতুলপূজা বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। পুণ্যভূমি ভারতভূমি অন্যূন সহস্র বৎসরকাল বৈদেশিক শাসনাধীনে

থাকায়, ইসলাম ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আঘাত এবং পাশ্চাত্য ইংরাজী শিক্ষা ও খৃষ্টান সভ্যতার আক্রমণে, বৈদেশিক আদর্শের ভাবধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত ভারতের ব্যষ্টিগত ও সমাজজীবনের মধ্যে প্রবাহিত হয়। ইহাতে এই বৈদেশিক সভ্যতা—শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে অনেকে ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়েন। বৈদেশিক সভ্যতা এবং শিক্ষার প্রভাব ও অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকযুগ, ধর্ম্ম যাহা ভারতের প্রাণশক্তি এবং সনাতন হিন্দু ধর্ম্মান্তর্গত প্রতীক্ ও প্রতিমাপূজাদি ধর্ম্ম অর্জ্জনে যাহা একান্ত সহায়ক সে সম্বন্ধে নব্য-ভারত ভারতীকে এক কালে অবিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে আশাকরি ইহা পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবে না। কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে, পরিব্রাজক অবস্থায় ভারত পরিভ্রমণ কালে স্বামী বিবেকানন্দ খেতড়ীর রাজার এককালে যখন অতিথি হইয়া-ছিলেন তখন স্বামিজী ও রাজা উভয়ের মধ্যে কথোপকথনকালে একদিন এই পাশ্চাত্য সভ্যতা-শিক্ষায় শিক্ষিত খেতড়ীর এই রাজা প্রতীক্ ও প্রতিমাদি এবং ইট, কাঠ, পাথর এই জড়ের পূজা সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া থাকেন। স্বামিজীর তখন গৃহের দেওয়ালে অবস্থিত খেতড়ীরাজের পিতৃদেবের এক তৈলচিত্রের উপর দৃষ্টি নিপতিত হওয়ায় তাহার উপর তিনি রাজাকে নিষ্ঠিবন (থুথু) নিক্ষেপ করিতে বলেন। ইহাতে রাজা স্বামিজীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। তখন স্বামিজী বলেন, মহারাজ উত্তেজিত হবেন না, আপনার পিতাকে অসম্মান করিবার জন্য আমি মোটেই এরূপ করি নাই কেবল নকল ও আসলের মধ্যে পার্থক্যের জ্ঞান সম্বন্ধে আপনাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম মাত্র। অতঃপর স্বামিজী কহিলেন,—মহারাজ! এই ছবির মধ্যে আপনার পিতৃদেবকে দেখিয়া যেমন তাঁহার পুণ্যস্মৃতি উদয় হইয়া থাকে সেই-

রূপ দেবদেবীর প্রতীক্ প্রতিমারূপ কৃত্রিম মূর্ত্তিতে বা ইট, কাঠ, পাথর এই জড়ের মধ্যেও আসল স্বরূপ যে চেতনের সত্তা নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে সেই চেতনের এই সকলের মধ্যে নিরন্তর ধ্যান ও আবেশ কল্পনা করিয়া ইহার মধ্যে সেই চেতনের পূজার অনুষ্ঠানে চেতনার উদ্দীপনা হইয়া চরমে চেতনের উপলব্ধি হয়। *

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শক্তির আরাধনা

শক্তির আরাধনা ভিন্ন সংসারে কোনরূপ উপাসনাই হইতে পারে না। কারণ ক্রিয়াদি যাহা কিছু তাহা একমাত্র শক্তিরই সহায়ে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম্মাদি যাহা কিছু করা যায় মন, বুদ্ধির দ্বারা যাহা কিছু কল্পনা ও চিন্তা করা যায়, সকলই শক্তিরই সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং সমুদয়ই শক্তিরাজ্যের অধিকারভূত। ভগবৎ উদ্দেশ্যে কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানও সকলই এই শক্তিরাজ্যের এলাকার মধ্যে। এই শক্তির এলাকার সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক একদিন উক্ত হইয়াছিল, 'জপ ধ্যানও শক্তির এলাকার মধ্যে'।

কি জড়বাদী কি চেতনবাদী সকলেই প্রকারান্তরে এই শক্তিরই আরাধনা করিয়া থাকেন। জড়বাদী জড়শক্তির আরাধনা করিয়া থাকেন যাহার আরাধনায় শরীরবিজ্ঞান, ভূতবিজ্ঞান, ধ্বংসাত্মক বিজ্ঞান প্রভৃতির উদ্ভব। মনীষিগণ মানসিক শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন যাহার উপাসনায় নীতি, সংযম, কবিত্ব, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি তত্ত্বের অধিকারী হওয়া যায়। আর সাধু, ভক্ত, যোগিগণ আধ্যাত্মিক শক্তির পূজা

---

* স্বামিজীর এইরূপ অমূল্য যুক্তিপূর্ণ উক্তিশ্রবণে খেতড়ীর রাজা অতঃপর স্বামিজীর শিষ্যত্বগ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

করিয়া থাকেন যে পূজার অনুষ্ঠানে শম, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য প্রভৃতি সাধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া পরিশেষে অমৃতত্বলাভ হইয়া থাকে।

কি চেতন কি জড়বাদী, ব্যক্তিমাত্রেই অপার সংগ্রামময় সারা-জীবনব্যাপী জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সকলেই যে এই শক্তিরই আরাধনা করিয়া থাকেন সে কথা আর বলাই বাহুল্য। তবে যথাবিহিত ও বিধিনিয়মিত অর্থাৎ যে পূজার যে যে বিধিনিয়ম সেই সেই বিধিনিয়ম ও উপকরণাদি সহায়ে শক্তির যথাযথ আরাধনার উপর সর্ব্বদা সাফল্য নির্ভর করে। ইহার ব্যতিক্রমে সাফল্য অর্জ্জন বা সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ এসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যেমন, রসায়নবিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিলাভ করিবে বলিয়া যদি কেহ পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণা শক্তি আরাধনায় নিশ্চেষ্ট থাকিয়া ত্রিসন্ধ্যা, স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া শুধু বাগ্দেবী বীণাপানির পূজা অর্চ্চনা করিয়া নির্জ্জনে মন্ত্রজপে ব্যাপৃত থাকে তাহা হইলে রসায়নবিজ্ঞান আরাধনায় তাহার সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? বিসূচিকা প্রভৃতি মহামারীর প্রতিবিধান উদ্দেশ্যে যদি কেহ বাহ্যশৌচ প্রভৃতি ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান না করিয়া, বুদ্ধিশক্তি দ্বারা খাদ্যপানীয়াদির বিচার না করিয়া তাহার ক্রিয়াশক্তিকে কেবলমাত্র যদি হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে নিযুক্ত রাখে তাহা হইলে তাহার মহামারী প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? দুর্ভিক্ষের করালবদন হইতে রক্ষা পাইবে বলিয়া কর্ম্মশক্তির আরাধনার দ্বারা অন্নবৃদ্ধি, অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতির প্রচেষ্টা না করিয়া যদি কেহ শুধু রক্ষাকালীর পূজার অনুষ্ঠান করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা দুরাশা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আবার, স্বদেশের কল্যাণ সাধনে স্বদেশ হিতৈষী নেতাগণ বাক্শক্তি সহায়ে ন্যায় ও নীতি-বাক্যপূর্ণ শুধু বক্তৃতা প্রদান করিয়া যদি সেই ন্যায় ও নীতি পালনে

ক্রিয়াশক্তির যথাযথ ব্যবহার করিতে অসমর্থ বা পশ্চাৎপদ হন তাহা হইলে তাঁহাদের দেশের সাধনা ও উপাসনার দ্বারা রাষ্ট্রের কি কল্যাণ সাধিত হইতে পারে? এবং প্রগতির পথে অগ্রসর হইবার দেশের সুযোগই বা কোথা হইতে আসিবে? বা গৃহস্থধর্ম্মাবলম্বী ভোগিগণ, গৃহস্থাশ্রমের অনুষ্ঠেয় দয়া, দান, ব্রত, সেবা, ধর্ম্ম প্রভৃতি কর্ত্তব্য ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানে বিরত থাকিয়া যদি যোগিগণের অনুষ্ঠেয় যাহা ত্যাগধর্ম্ম তাহারই শুধু মহিমাকীর্ত্তণে কর্ম্মশক্তিকে নিযুক্ত রাখেন তাহা হইলে এই শক্তি আরাধনা দ্বারা গৃহস্থের কি ফল লাভ হইতে পারে? অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্বান্বেষী কেহ যদি অধ্যাত্মতত্ত্বরূপ চিৎশক্তি তত্ত্বের অনুসন্ধান না করিয়া জীবনতত্ত্বরূপ * জড়শক্তির আরাধনায় যত্নবান হন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে অমৃতত্বলাভের কল্পনা কাল্পনিক বিলাস ছাড়া আর কি হইতে পারে?

অতএব, যে পূজার যে মন্ত্র তাহার যথাবিধিনিয়মিত অনুষ্ঠান ও উচ্চারণের দ্বারা যেমন পূজা সাফল্যমণ্ডিত হইয়া থাকে সেইরূপ জড়ের আরাধনায় কি চেতনের পূজায় সেই সেই বিধিনিয়মের পালনে শক্তির যথাযথ আরাধনার উপর একমাত্র সাফল্য নির্ভর করে।

জড় বা চেতন যে কোন শক্তির আরাধনা করিতে হইলে আবার শক্তিক্ষয় নিবারণ আবশ্যক। কারণ শক্তিসঞ্চয়ের মাত্রার উপর সাফল্যের পরিমাণ নির্ভর করে। সেইজন্য শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজন। শক্তিপূজায় এই সকল শক্তির সঞ্চয় ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভের আশা আকাশকুসুমমাত্র। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে শারীরিক শক্তির অপব্যয়ে শরীর সুদৃঢ় না হইয়া দুর্ব্বল, ক্ষণভঙ্গুর, অকর্ম্মণ্য ও অকালবৃদ্ধ হইয়া পড়ে। মানসিক শক্তির অপব্যয়ে দৃঢ়সংস্কারসম্পন্ন মনের গঠন না হইয়া মানুষ মেধাশূন্য অব্যবস্থচিত্ত বা কখন উন্মাদও হইয়া থাকে।

---

* যে তত্ত্বের দেহ, মন, প্রাণের উদ্দীপনই গাত্র মন্ত্র, শাস্ত্রগ্রন্থ—বহিঃপ্রকৃতি (Nature)

আর আধ্যাত্মিক শক্তিক্ষয়ে বা অভাবে মানুষ দেবত্বের অধিকারী না হইয়া আসুরিক বৃত্তিসম্পন্ন, পশুবৎ বা বর্ব্বর হইয়া থাকে। অতএব এই ত্রিবিধ শক্তিবিশিষ্ট আধারেই শক্তিপূজায় সাফল্যের সম্ভব হইয়া থাকে।

আবার, 'মনুষ্যশরীরমধ্যে যতশক্তি অবস্থিত তন্মধ্যে ওজঃশক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কামের ক্রিয়া বা চিন্তাদি দমিত হইলে' ওজোধাতুরূপে পরিণত হইয়া ইহা মস্তিস্কে সঞ্চিত হইয়া থাকে। যাহার মস্তিস্কে যে পরিমাণে এই ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে সে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয়। এই জন্যই সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্য পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে'। ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারা এই ওজোঃশক্তির ধারণ ও সঞ্চয় ব্যতিরেকে জড়শক্তির আরাধনায় কি চেতনের উপাসনায় পূর্ণসিদ্ধিলাভের কল্পনা কাল্পনিক বিলাসমাত্র।

শক্তিপূজার পূজারী হইতে হইলে 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'— হে দেবী, তুমিই যাবতীয়া স্ত্রী মূর্ত্তিতে প্রকাশিতা রহিয়াছ, এই ভাগবদ্বাণী আবার সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া সর্ব্বথা ইহার মর্য্যাদা পালনে যত্নবান হইলে তবেই শক্তিপূজায় সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নচেৎ শক্তিপূজা বিড়ম্বনা মাত্র।

আর সর্ব্বোপরি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ফলকামনারহিত হইয়া ভগবৎবস্তু বা ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর একান্ত নির্ভরশীল হইয়া পুরুষকার অবলম্বনে কর্ম্মশক্তির আরাধনায় অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ সহজসাধ্য হইয়া থাকে। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কখনও কোন কার্য্য সম্পাদিত হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সমুদয় নির্ভর করে। এই ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন অতি সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 'তাঁর ইচ্ছা না হইলে গাছের পাতাটীও পর্য্যন্ত নড়ে না।' বলা বাহুল্য ইহাই চরমসত্য ও চরমতত্ত্ব কথা। এই ঈশ্বরের ইচ্ছা বা দৈবীকৃপা ব্যতিরেকে কোন কিছুরই সম্পন্ন হওয়া একেবারেই

সম্ভব নয়। সেই জন্য পুরুষকার সহায়ে কর্ম্মশক্তির আরাধনার সঙ্গে সর্ব্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরতাই অভীষ্ট-সিদ্ধি বা শান্তিলাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আবার, পুরুষকার অবলম্বনে কর্ম্মশক্তির আরাধনা পরবর্ত্তীকালে দৈব * সহায়তালাভে যে সমর্থ করে সে কথা বলাই বাহুল্য।

ঈশ্বরের উপর বা ঈশ্বরের ইচ্ছার (Gods will) উপর আমরা কিন্তু কথায় কথায় যে নির্ভরতার ভাব দেখাইয়া থাকি তাহা ঈশ্বরে নির্ভরতারূপ এই গুরুতর তত্ত্বসম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ বা অযোগ্যতাবশতঃ কর্ম্মক্ষেত্রে কোনসময়ে অকৃতকার্য্য হইলে অথবা কোথাও বোধবুদ্ধির নাগাল পাইতে অসমর্থ হইলে সেই সময়েই মাত্র আমরা ঐরূপ করিয়া থাকি নচেৎ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান আমরা সকল সময়েই সম্পূর্ণ অহংবুদ্ধিতেই সম্পন্ন করিয়া থাকি। ইহা কিন্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীলতার মোটেই লক্ষণ নহে, ঈশ্বরের উপর এ নির্ভরতা মাত্র কথার কথা ইহাদ্বারা আমরা আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়া থাকি মাত্র। কারণ ঈশ্বরে নির্ভরতার উপর সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমশঃ ভগবদ্বস্তুতে (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলে তবেই ভগবানের উপর ঠিক্ ঠিক্ নির্ভরতা হইয়া থাকে। ‡

* এই পুরুষকার অনুষ্ঠিত প্রাক্তন অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মরাশিই পরবর্ত্তীকালে দৈব অর্থাৎ অদৃষ্টরূপে শুভাশুভ ফলপ্রদানে সহায়ক হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য, ইহা হইতেই ভাগ্যবৈষম্যের উৎপত্তি এবং ইহাদ্বারাই কর্ম্মবাদ বা জন্মান্তরবাদ সুপ্রমাণিত।

‡ আবার বলাবাহুল্য, ভগবৎকৃপা বা ভগবৎ দর্শন হইলে তবেই ভগবৎবস্তুতে এই (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি হইয়া থাকে।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজজী প্রণীত 'ভারতে শক্তিপূজা' পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।]

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শক্তির প্রভাব ও মাহাত্ম্য এবং শক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ

শক্তিরই বিচিত্র প্রভাবে অশ্বত্থবৃক্ষের ক্ষুদ্রবীজমধ্যে বিশাল মহীরুহ, ষট্‌বিকারসম্পন্ন জড় * দেহের মধ্যে চৈতন্যময়ী বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াতীত মনে বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ শক্তির প্রভাবই যখন এইরূপ তখন সনাতনী ব্রহ্মশক্তি মহামায়ার প্রভাব ও মাহাত্ম্য বা মহিমা যে অপার সে বিষয়ে বলাই বাহুল্য। সেইজন্য জ্ঞান ও প্রেমের অবতার শঙ্কর ও চৈতন্য নিভৃতে এই ব্রহ্মময়ী শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন। †

এই সনাতনী ব্রহ্মাত্মিকাশক্তি একাধারে নিত্যা ও লীলাময়ী। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই উপকরণাদি এবং নাম ও রূপের সমন্বয়ে এই যে দেদীপ্যমান সৌরজগৎ ইহা এই সনাতনী ব্রহ্মশক্তি মহামায়ার লীলামাত্র।

অন্তহীন আকাশের অনন্ত নীলিমায়, অশান্ত অপারজলধিবক্ষে উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে, গগনচুম্বিত চিরতুষারাবৃত হিমাদ্রির রজতশোভায়, নারীর সৌন্দর্য্যে, পুরুষের পৌরুষে, শিশুর সারল্যে, শঠের শাঠ্যে, ভোগীর ভোগের বাসনায়, ত্যাগীর ত্যাগের মহিমায়, ধনিকের বিলাসিতায়, নিরন্নের নিষ্ঠুর অদৃষ্টে, যন্ত্রণায় ও সুস্থতায়, সুখে ও দুঃখে, হর্ষ ও বিষাদে,

---

* জড়—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণতি, সুপক্কাবস্থা ও ধ্বংস এই ষট্‌বিকারসম্পন্ন।

† শঙ্করাচার্য্য লিখিত শিবদুর্গাদিবিষয়িনী স্তবরাজি ও বিষ্ণুসহস্র নামের ভাষ্য এবং শঙ্কর ও চৈতন্যের অন্নপূর্ণাদেবীকে ইষ্টরূপে উপাসনাতেই ইহা অবগত হওয়া যায়।

হাস্যের রোলে, ক্রন্দনের ধ্বনিতে, প্রাণের স্পন্দনে, মৃত্যুরকরালচ্ছায়ায়—শ্মশানের বিভীষিকায়, আলোক ও অন্ধকারে, সৃষ্টি ও ধ্বংসে সর্ব্বত্রই পরমাত্মাপ্রকৃতি মহাশক্তি মহামায়ার লীলারই মাত্র বিচিত্র ভঙ্গিমা।

নিত্যা ও লীলাময়ী সনাতনী এই ব্রহ্মশক্তি মহামায়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-ক্রিয়ারূপা এবং জীবের বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ বলিয়া এই **মহামায়া বা শক্তির পূজা** ভারতে চিরপ্রশস্ত ও সুপ্রচলিত। বর্ত্তমান যুগের অবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও দৃষ্ট হয় তিনি তাঁহার স্বীয় সাধক জীবনের প্রথম ভাগেই **শক্তির সাধনা ও শক্তির পূজায়** নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সমুদয় সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রাক্কালে প্রথমেই দর্শন করিলেন,—**অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ সমুদ্রের মধ্যে চৈতন্যঘন মহামায়া মা জগদম্বার বরাভয়করা মূর্ত্তি!** আবার, প্রতীক্, প্রতিমা পূজা ও উপাসনায় অবিশ্বাসী শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অন্নবস্ত্রাদির অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত মন্দির-মধ্যে আদ্যাশক্তি মা কালীর নিকটে প্রার্থনা করিতে গিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন,—**পাষাণ প্রতিমায় সত্য সত্যই মা জীবিতা ও অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রস্রবনস্বরূপিণী, হাস্যময়ী, স্নেহময়ী চিন্ময়ী জননী!**

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার প্রথম ভাগেই শক্তির আরাধনা ও পূজা করিয়া, জগদম্বা মায়ের দর্শন ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া জগৎকে দেখাইলেন—**শক্তির সাধনা বা শক্তির পূজাই** বর্ত্তমান যুগে সুপ্রশস্ত ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম। **শক্তির পূজা** বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বলিয়াই শ্রীভগবান রামকৃষ্ণের মাতৃভাবে শক্তির সাধন, ভৈরবীব্রাহ্মণী স্ত্রীগুরুগ্রহণ।

বেদ, পুরাণ, তন্ত্রোক্ত সমুদয় সাধনায় সিদ্ধিলাভান্তে এই শক্তিমাহাত্ম্য ও মহিমায় মহিমান্বিত ভগবান রামকৃষ্ণ, 'ব্রহ্ম আর শক্তি এক, শক্তি

ও ব্রহ্ম অভেদ, যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী' এই চরমতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া ও এই চরম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া, জগদম্বা মায়ের আদেশে আদ্যাশক্তি মহামায়া মা কালীর সহিত একীভূত হইয়া বিশ্ব-কল্যাণে 'ভাবমুখে' * অবস্থান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাত্মিকাশক্তি মহামায়া মা কালী যে একই বস্তু তাহা উপলব্ধি করিয়া ভক্ত সাধক রামপ্রসাদও গাহিয়া গিয়াছেন,—

'কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি'।

এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ও ভক্ত সাধক রামপ্রসাদের এই ব্রহ্ম ও শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধ সত্যের এই অবদান আধ্যাত্মিক জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে এবং ইহার দ্বারা মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম ও শক্তির উপাসকগণের কালী যে একই বস্তু ইঁহাদের কর্ত্তৃক এই উপলব্ধি, অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী শাক্ত এই বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মতানৈক্য ও পরস্পরের মধ্যে মতদ্বৈধে বিদ্বেষের ভাব বা স্ব স্ব মতবাদ সম্বন্ধে মতুয়ারবুদ্ধি (Dogmatism) অতি সহজেই চিরতরে নিরসন করিয়াছে।

ব্রহ্ম ও শক্তি যে এক, সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন সুধীজনগণের সন্দেহ নিরাকরণার্থেও এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেমন অগ্নিকে বাদ দিয়া অগ্নির দাহিকাশক্তিরূপ কোন ক্রিয়ার উৎপন্ন হয় না ও দাহিকাশক্তি ব্যতিরেকে অগ্নি বলিয়া যেমন কোন পদার্থ হয় না সেইরূপ শক্তি বিরহিত ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম বিরহিত শক্তি হইতেই পারে না। কারণ ব্রহ্মে

* ভাবমুখ ও মায়াধীশ ঈশ্বরের বিরাট মন—যাহাতে বিশ্বরূপ কল্পনা—কখন প্রকাশিত এবং কখন বিলুপ্তভাবে অবস্থান করে—উভয় একই পদার্থ।

শক্তি না থাকিলে ব্রহ্ম (চৈতন্য) জড়পদার্থ বিশেষে আর শক্তির চৈতন্য না থাকিলে তিনিও জড়বস্তু বিশেষে তাহা হইলে পরিগণিত হইতেন।

তবে, এই ব্রহ্ম ও শক্তি যে এক ইহা অবতারাদি বা মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষীভূত বা অনুভূত সত্য হইলেও সকল (সিদ্ধ) সাধক বা এমন কি তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্গণের জীবনেও সকল সময়ে কিন্তু একাধারে এই সত্যের যুগপৎ উপলব্ধি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। বহু পুণ্য সংস্কার বশতঃ কোন ভাগ্যবান ভক্ত সাধক ভগবৎ কৃপায় ঈশ্বরে বিশ্বাস ও অনুরাগ, ভক্তিসহায়ে সাধনপথে অগ্রসর হইয়া চরমে হয়ত ঈশ্বর দর্শন বা শ্রীভগবানের লীলারসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়া ধন্য হইতে পারেন কিন্তু নির্ব্বিকল্পসমাধি * বা ব্রহ্মজ্ঞানলাভে চিরবঞ্চিত অথবা এই তত্ত্ব সম্বন্ধে চির অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতে পারেন। আবার কোন সৌভাগ্যবান জ্ঞানমার্গের সাধক দৈবীকৃপায় দুর্দ্দমনীয় পুরুষকার অবলম্বনে ও চেষ্টা সহায়ে সাধনপথে অগ্রসর হইয়া পরিশেষে হয়ত নির্ব্বিকল্পসমাধি বা আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়া জীবত্বের (জীবাত্মার) নির্ব্বাণ ঘটাইতে পারেন কিন্তু ভাগবতী মায়ার রাজ্যান্তর্গত (শক্তি) তত্ত্বসমূহ তাঁহার নিকটে চির অজ্ঞাত রহিয়া যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে এইস্থলে জলন্তদৃষ্টান্তস্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে আশা করি ইহা উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে পাঠকের সম্যক্ উপলব্ধি করণে বিশেষ সহায়ক হইবে। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাকালে মহামায়া মা জগদম্বার কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে প্রেরিত তোতাপুরী নামক পশ্চিমদেশীয় এক ন্যাংটা সাধু ঐখানে আসিয়া উপস্থিত হন। পূর্ব্ব-

* মনে সঙ্কল্প বিকল্প রহিত হইয়া, ধ্যান, ধ্যেয়, ধাতা বা জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এই তিনের পৃথক অস্তিত্বের অনুভব রহিত হইয়া সৎ-চিৎ-আনন্দময় অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে তন্ময়ীভূত বা একীভূত হওয়ার অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে।

জন্মার্জ্জিত বহুপুণ্যসংস্কারের ফলে ঐ সন্ন্যাসী অদম্য পুরুষকার ও চেষ্টা এবং কঠোর সাধনসহায়ে দৈবীকৃপায় নির্ব্বিকল্পসমাধি—ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু মহামায়ার রাজ্যান্তর্গত (শক্তি) তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি একেবারে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন এবং এই শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা বশতঃ ইহার উপর অবজ্ঞার ভাব দেখাইতেও তিনি কখনও পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে এই লেংটা সাধু তোতাপুরী পঞ্চবটীতলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত বেদান্তধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা প্রসঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন। বহুক্ষণ কথোপকথনে অতিবাহিত হইলে পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া ঐ স্বামিজীর সহিত কথাবার্ত্তার মধ্যে তাঁহার অভ্যাসমত হাততলি সহকারে ঈশ্বরের নামগান করিতে থাকেন। জ্ঞানমার্গাবলম্বী নির্ব্বিকল্প-সমাধিবান পুরুষ ঐ ল্যাংটা সাধু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ঐরূপ হাততালি সহকারে ভগবানের নামগান করিতে দেখিলে বিস্মিত হইয়া তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন—যিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) বেদান্ত বা জ্ঞানমার্গের এইরূপ উত্তম অধিকারী; যিনি মাত্র তিন দিনের অদ্বৈত সাধনায় নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার আবার হীন অধিকারীর মত এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন বা সার্থকতা কি! এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে অতঃপর ঐ স্বামিজী বিদ্রূপ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে বলিয়াই ফেলিলেন,—'আরে কেঁও রোটী ঠোক্‌তে হো'?—অর্থাৎ 'পশ্চিমাঞ্চলে চাকি বেলুনের সাহায্য ব্যতিরেকে আটার নেচি হাতে লইয়া পটাপট্ আওয়াজ করিতে করিতে চাপড়াইয়া চাপড়াইয়া যেমন রুটী তৈয়ারী করিয়া থাকে সেইরূপ কেন করিতেছ'? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁহার হাততালি সহকারে ভগবানের নামগানে ল্যাংটা তোতাপুরীর উপহাসপূর্ণ ঐরূপ উক্তি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'দূরশালা! আমি মায়ের নাম করছি, আর তুমি কিনা বলছ—আমি রুটী ঠুকছি!' ল্যাংটাও ঠাকুরের বালকের ন্যায় এইরূপ কথা শুনিয়া

তাঁহার কথার উপর আর কিছু প্রতিবাদ না করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বহুপুণ্যসংস্কারসম্পন্ন সরল এই যোগীপুরুষ মহামায়া মা জগদম্বার আজন্ম কৃপাপাত্র। জাগতিক দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, রোগ-শোক, দারিদ্র্য দুর্ভোগ কি বস্তু কৃপা করিয়া তিনি এই স্বামিজীকে কখনও বুঝাইতে প্রয়াসী হয়েন নাই ও এই স্বামিজীর জীবনে তাঁহার দুস্তরা মায়ার কোনরূপ প্রভাব কখনও বিস্তার করেন নাই। বরং কৃপা করিয়া এই সরল যোগীপুরুষের অজ্ঞাতে তাহাব সাধনপথের সকল বিঘ্নবাধা নিজ হস্তে অপসারণ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই এই ল্যাংটা সন্ন্যাসী নির্ব্বিকল্পসমাধিভূমে আরূঢ় হইতে সমর্থ হইয়াছেন ও তাঁহার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও ভগবৎ আনন্দ অবিরাম ধারায় প্রবাহিত। কিন্তু অধ্যবসায়-সম্পন্ন ও একান্ত আত্মনির্ভরশীল জ্ঞানমার্গাবলম্বী এই সাধকের নিকটে একথা চিরঅজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তাই মাতৃগত প্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণের মা জগদম্বা মহামায়ার নামগানের মহিমা ব্রহ্মজ্ঞানী এই সাধক বুঝিবেন কিরূপে? সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হাততালি সহকারে জগদম্বার নামকীর্ত্তণে ঐরূপ উপহাস করিলেন। কিন্তু এই উপলক্ষ্য করিয়াই বোধহয় ব্রহ্মজ্ঞানী এই মহাপুরুষকে মায়ার ভেল্কী দেখাইতে মহামায়ার এতদিনে ইচ্ছা হইল।

এই ল্যাংটা তোতাপুরী স্বামিজীর পশ্চিমী শরীর। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে কিছুদিন অবস্থান করিলে পর, বাঙ্গলার জলবায়ু এই সন্ন্যাসীর স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল হইল। পুরীজী কঠিন রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। রোগ ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করিল। ক্রমশঃ এমনই ভীষণ আকার ধারণ করিল যে, এই রোগযন্ত্রণায় স্বামিজীর সমাধিস্থ মন অনেক সময়ে ব্রহ্মসদ্ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া শরীরের দিকে আসিয়া পড়িতে লাগিল। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়িয়া গিয়াছেন' মহামায়ার কৃপা ব্যতীত এখন আর উপায়

কি ? ব্যাধির যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য স্বামিজী তাঁহার চিরনিয়মিত মনকে সর্ব্বদা সমাধিমগ্নাবস্থায় রাখিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু একদিন রাত্রে যন্ত্রণা এমনই বৃদ্ধি পাইল যে, যেখানে মনকে সমাধিমগ্ন করিয়া রাখিলে রোগযন্ত্রণা ভোগ করা তো দূরের কথা, শরীর মনের অস্তিত্ব জ্ঞানের পর্যান্ত সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিয়া থাকে সেই সমাধিভূমিতে মনকে উঠাইতে না উঠাইতেই ব্যাধির যন্ত্রণাবশতঃ শরীরের দিকে মন নামিয়া পড়িতে লাগিল। ইহাতে স্বামিজী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তখন ভাবিতে লাগিলেন,—হাড় মাসের খাঁচা এই শরীরটার বিদ্যমানতার জন্যই যখন মন সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া গিয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও আনন্দলাভ করিতে বঞ্চিত হইতেছে তখন এই শরীরটাকে ধারণ করিয়া রাখিবাব আর প্রয়োজন কি ? ৺গঙ্গায় ইহাকে বিসর্জ্জন দিয়া শরীর ধারণের কষ্ট ও ব্যাধির যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করি। তিনি আরও ভাবিতে লাগিলেন,—এইরূপে শরীর বিনষ্ট করিলে তাঁহার ইহাতে কিছুই যায় আসে না কারণ নির্ব্বিকল্পসমাধিলাভ করিয়া তিনি তো উপলব্ধি করিয়াছেন, জানিয়াছেন যে, তিনি তো আর শরীর নন, মন নন, বুদ্ধি নন—তিনি অসঙ্গ নির্ব্বিকার আত্মা! আত্মজ্ঞানী তিনি! শরীর, ব্যাধি বা রোগযন্ত্রণার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই। এই-রূপ চিন্তা করিয়া সেই ল্যাংটা সন্ন্যাসী ব্রহ্মচিন্তায় মনকে সমাহিত করিয়া পঞ্চবটীতলস্থ অগ্নিকুণ্ড (ধুনী) পার্শ্ব হইতে গাত্রোত্থান করতঃ ৺গঙ্গায় শরীর বিসর্জ্জনকল্পে সেই নিশীথ রাত্রে ধীরে ধীরে গঙ্গায় অবতরণ করিলেন। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া গভীব গঙ্গাবক্ষে গিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দৈবীমায়া! গভীর ভাগীরথি কি*আজ সত্য সত্যই বিশুষ্কা হইলেন!! শরীর বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প সেই যোগী মহাপুরুষ জাহ্নবীজলে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে অব-শেষে ভাগিরথীর পরপারে গিয়া সমুপস্থিত হইলেন! জ্ঞানমার্গাবলম্বী

সত্যদ্রষ্টা সন্ন্যাসী তখন চকিতে চমকিত হইয়া উঠিলেন, সন্ন্যাসী নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন,—শরীরটাকে জলে বিসর্জ্জন দিবার মত জলও আজ নদীতে নাই! এইরূপ চিন্তা উদয় হইবামাত্র কি যেন এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় আলোকে সেই ব্রহ্মবিদ্ সন্ন্যাসীর মন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, জ্ঞানমার্গী ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী প্রত্যক্ষ করিলেন,—

"মা, মা, মা, বিশ্বজননী মা! অচিন্ত্য শক্তিরূপিণী মা, জলে মা, স্থলে মা, শরীর মা, মন মা; বুদ্ধি মা, যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা, জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা, জীবন মা, মৃত্যু মা, যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সকলই মা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া, নিগু'ণা মা!—এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী মূর্ত্তিতে অবস্থিত—ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ"! ক

* * * * *

এইরূপে ব্রহ্মবিদ্ ঐ সন্ন্যাসী শক্তিতত্ত্ব বা মহামায়া বা শক্তির প্রভাব ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সম্যক্ উপলব্ধি করিলেন। ইহার উল্লেখ বাহুল্য, কিছুদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্য হইতে বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক কোন্ এক অজানা দেশে এই সন্ন্যাসী চিরতরে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

ক এই উদ্ধৃতি চিহ্নিত অংশটী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ-গুরুভাব (পূর্ব্বার্দ্ধ) হইতে হুবহু গৃহীত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মশক্তি মহামায়াই বিভিন্ন নাম ও রূপে
(কালীমূর্ত্তি—ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ)

সনাতনী ব্রহ্মশক্তি বিভিন্ন নাম ও রূপে প্রয়োজন বোধে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। যুগপ্রয়োজনে এই ব্রহ্মশক্তিই ভগবানের অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণা হন আবার এই ব্রহ্মশক্তি মহামায়াই ঘটে ঘটে ও ভগবানের নানা নাম ও মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন।

ভগবানের এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে আবার বিশ্ববিশ্রুত বর্ত্তমান যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ (মূর্ত্তিপূজায় অবিশ্বাসী পূর্ব্বজীবনে—নরেন্দ্রনাথ) বলিয়াছিলেন,—'কালীমূর্ত্তিই ভগবানের Perfect manifestation' (শ্রেষ্ঠ বিকাশ)।

এই কালীমূর্ত্তি—নিগুর্ণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম হইতে নির্গতা হইয়া নিগুর্ণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ শিবকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার হৃদ-পদ্মেনিত্য-সংলগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মানা একাধারে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী বরাভয়দায়িণী অসি ও নৃমুণ্ডধারিণী মূর্ত্তি অর্থাৎ নিগুর্ণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপ শিবকে আশ্রয়পূর্ব্বক বরাভয়করে সৃষ্টি ও স্থিতি করিয়া সৃষ্ট্যান্তর্গত সমস্ত জীবকুলকে বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে অসি ও নৃমুণ্ড লইয়া সংহাররূপলীলা করিতেছেন আর প্রলয়কালে প্রকৃতি তাঁতেই লীন ও সৃষ্টি বীজস্বরূপে তাঁহার মধ্যে নিহিত থাকার নিদর্শন স্বরূপ গলদেশে নৃমুণ্ড ও কটিদেশে নরহস্তের মালা পরিহিতা শ্রীভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যাদি গুণরাশির স্বতঃস্ফূর্ত্তা সৎ-চিৎ-আনন্দময়ী মূর্ত্তি।

বোধহয় কালীমূর্ত্তির এইরূপ তাৎপর্য্যার্থেই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, 'ভগবানের Perfect manifestation কালীমূর্ত্তি'। এই মূর্ত্তি

যেন অমানিশার সূচিভেদ্য ঘন অন্ধকার ও শ্মশানের বিভীষিকা ও কঠোর উদাসীনতার মধ্যে উজ্জ্বল আলোক ও চিরসৌম্য ও শান্তি যুগপৎ এই বিপরীত ভাবের এককালীন একত্র সমাবেশে চৈতন্যময়ী অপূর্ব্ব এক মাতৃমূর্ত্তি!

সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারক্রীড়াকারিণী এই ব্রহ্মশক্তি মহামায়াই বিষ্ণুর হৃদয়বিলাসিনী লক্ষ্মী, মেধারূপিণী বাগ্দেবী বীণাপানি সরস্বতী ও হর-হৃদিবিহারিণী গৌরী। আবার ইনিই ষড়বিকাররহিতা, নিত্যা, সচ্চিদানন্দ-ময়ী অদ্বিতীয়া ব্রহ্মময়ী। আবার ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী এই মহামায়াই মহা-মোহরূপা অবিদ্যা ও লীলাময়ী।

এই মহামায়ার মায়া ও লীলা জীবের দুরতিক্রম্য ও দুর্বোধ্য। সেইজন্য "ভাবমুখে" অবস্থিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ গাহিয়া থাকিতেন,—

'এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক কোরে
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা জানতে পারে'

* * * * *

তাই জীব শিক্ষার্থে, জগদম্বা মায়ের নিকটে প্রার্থনাকালে তিনি বলিতেন, 'মা আমি তোমাকে জান্তে চাই না, তোমাকে কে জান্‌বে? কেউ তোমাকে কখনও জান্তে পারেনি, পারবেও না। শুধু এই কর মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করোনা, কৃপা করে তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি, বিশ্বাস দাও'।

'মহাজনঃগত স পন্থা' এই নীতিবিধির অনুসরণ করিয়া, জীবের দুর্বোধ্য সে তুমি, সেই তোমাকে আকুলিতচিত্তে আজ আহ্বান করিতেছি হে অদৃশ্য মহাশক্তি! যে তুমি তোমার ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধন করিয়া থাক, যে তুমি জীবের বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ, যে তুমি ভবভয়বারিণী, ভববন্ধনহারিণী সেই তুমি হে মহামায়া! তোমার দুরতিক্রম্য মায়াপাশ ছিন্ন করতঃ আমায় মায়া ও মোহ মুক্ত কর

আর নীচ স্বার্থবুদ্ধি ও কামনা-বাসনাদি দূরীভূত করিয়া আমার অভি-মান বিনষ্ট কর। হে মা জগদম্বিকে! শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সদ্বুদ্ধিরূপে যে তুমি বিরাজ করিতেছ সেই তোমার নিকটে সকরুণ প্রার্থনা করিতেছি, এই অধম জীবের চিত্তের মাঝে সদ্বুদ্ধিরূপে তুমি প্রতিভাত হইয়া আমার মঙ্গলজনক পথে আমাকে পরিচালিত কর। হে মা চণ্ডিকে! দাও তুমি আমাকে বিবেক, বৈরাগ্য এবং সেই সঙ্গে জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস। হে অদৃশ্য মহাশক্তি মহামায়া! তোমার নিকটে অন্তরের সকাতর এই প্রার্থনা, দাও আমাকে আমার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান—আত্মজ্ঞান ও দাও আমাকে জয় অর্থাৎ বেদস্মৃতিরাশি আমাকে প্রদান করিয়া জয়মাল্যে আমাকে বিভূষিত কর আর তুমি দাও আমাকে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানলাভজনিত যশ ও তুমি আমার শত্রুরূপী কামক্রোধাদি রিপুর বিনাশ সাধন কর।——————

—'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি'—

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥'

(গীত)

(পরজবাহার—ঝাঁপতাল)

কে জানে তোমার মায়া **মহামায়া** স্বরূপিণী
বিরাজ মা সর্ব্বভূতে তুমি বিশ্বব্যাপিনী।

প্রথমেতে মহাকালি দ্বিতীয়েতে তারা
তৃতীয়েতে ষোড়শীরূপ ধরিলেন ত্রিপুরা।
চতুর্থে ভুবনেশ্বরী অপূর্ব্ব মাধুরী
হ'লেন মা বিচিত্র নারী হর-মন-মোহিনী।
পঞ্চমে পরমেশ্বরী ভৈরবী আকার
বিভূতি ভূষিত অঙ্গে শিরে জটাভার।
কে জানে তোমার মর্ম্ম তুমি যোগীর যোগধর্ম্ম
ইচ্ছারূপে কর কর্ম্ম তারকব্রহ্ম সনাতনী।
ষষ্ঠে ছিন্নমস্তা রূপ ধারণ করিলে
স্বীয় মুণ্ড খণ্ড করি করেতে রাখিলে।
রক্ত উঠে তিনধার (তার) একধার করিলে আহার
আর তার দুইধার পিয়ে দুই যোগিনী।
সপ্তমেতে ধূমাবতী অষ্টমে বগলা
ললাট ফলক শোভে অর্দ্ধচন্দ্রকলা।
কে জানে রূপ অদ্ভুত ভূতনাথ আবির্ভূত
ভীতচিত্ত সশঙ্কিত হলেন শিব শূলপাণি
নবমে মাতঙ্গীরূপ দশমে কমলা
কিরূপে বর্ণিব মাগো তুমি বর্ণমালা
আসা যাওয়া বারে বারে আর না সহে শরীরে
কৃপা করে অভাগারে দুস্তরে তার তারিণী।

কে জানে ... ...

নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখিত লেখকের আর একখানি পুস্তক

'স্বামী বিবেকানন্দ কখন ও কেন আসিয়াছিলেন'

—স্বামীজীর আবির্ভাবের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ—

(উদ্বোধন, পশ্চিমবঙ্গ, বসুমতী, আনন্দবাজার, (দেশ) যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকাকর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত)

মূল্য মাত্র একটাকা

উদ্বোধন—(অগ্রহায়ণ সংখ্যা ১৩৫৬)

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

১২৫ পৃষ্ঠা; মূল্য একটাকা। ... ...

এই পুস্তিকায় গ্রন্থকার যুগপ্রয়োজনে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় মানবজীবনের ধারা, ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাব, নরেন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে গমন, সেবাব্রত ও সন্ন্যাসগ্রহণ, প্রব্রজ্যা, আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম-প্রচার, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। পরিশিষ্টে স্বামী বিবেকানন্দের অনেকগুলি মর্ম্মস্পর্শী বাণী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। **এই লোকোত্তর মহাপুরুষের জীবনবেদ আলোচনায় গ্রন্থকার যথেষ্ট ভাবগ্রাহিতা, চিন্তাশীলতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘাত হইতে উদ্ভূত দেশের বর্ত্তমান সংকটে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী জীবনপথে সকলকে সুস্পষ্ট ও অব্যর্থ সন্ধান দিবে।**

মুদ্রণকার্য্যে কিছু ভুল রহিয়া গিয়াছে। আশাকরি পরবর্ত্তী সংস্করণে ভুলগুলি সংশোধিত হইবে। **আমরা পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।**

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা (তাং—২১।১১।৪৯

স্বামী বিবেকানন্দ—কখন ও কেন আসিয়াছিলেন :—লেখক শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য—একটাকা।

জড়বাদ অধ্যুষিত মানবসমাজে আধ্যাত্মিকতার মধ্যদিয়া মানব জীবনের উৎকর্ষসাধনে ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্মিলনে বৃহত্তর এক আদর্শ মানব সমাজ সংগঠনার্থে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব, এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্য, ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতা—শিক্ষার প্রভাব প্রভৃতি ও **স্বামিজীর অবদানের বিভিন্নদিক এই পুস্তক-খানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন দিক লইয়া এযাবৎ বহু পুস্তকই প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু এত ক্ষুদ্রকায় সংস্করণে এরূপ সুন্দর বিশ্লেষণ ক্বচিৎ চোখে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। আগাগোড়া পুস্তকটিতে এক নূতন ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে দেশে এই ধরণের পুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। এই পুস্তক-খানি পাঠের নিমিত্ত আমরা সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও লেখকের সাফল্য কামনা করি।**

বসুমতী (তাং—৩০।১০।৪৯)

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য একটাকা।

পুস্তকখানিতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করা হইয়াছে। কোন্ সময়ে এবং কিজন্য তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, জড়বাদ অধ্যুষিত পৃথিবীতে আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়া মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্য, ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা **সুখপাঠ্য হইয়াছে** শেষদিকে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণী সন্নিবেশিত হইয়াছে। **ইহা পাঠকসমাজে আদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।**

আনন্দবাজার (দেশ তাং—৫।১১।৪৯)

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য একটাকা।

স্বামীজীর বিরাট জীবনের বিভিন্ন দিক লেখক অতি সংক্ষেপে উপস্থিত করিলেও উহা নিখুত হইয়াছে। ধর্ম্ম-পিপাসু পাঠক সমাজের কাছে বইখানি সমাদৃত হইবে।

যুগান্তর (তাং—৬।১১।৪৯)

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ১১৫ পৃষ্ঠা মূল্য একটাকা।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এই আলোচনা পুস্তক **গ্রন্থকার প্রদত্ত একটি বক্তৃতার পরিমার্জিত রূপ**। স্বামী বিবেকানন্দ যে যুগ প্রয়োজনেই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক সত্তার বিচার প্রসঙ্গে তাহা আলোচ্য পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

—প্রাপ্তিস্থান ঃ—

৩৩সি, দুর্গাচরণ মুখার্জি ষ্ট্রীট—বাগবাজার, কলিকাতা।

গুরুদাস চ্যাটার্জি এণ্ড সন্স—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

শ্রীগুরু লাইব্রেরী	২০৫	ঐ
বরেন্দ্র লাইব্রেরী—	২০৪	ঐ
ডি, এম, লাইব্রেরী—	৪২	ঐ
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—	৩৮	ঐ
হরিহর লাইব্রেরী—	২৯	ঐ
সংস্কৃত বুক ডিপো—	২৮।১	ঐ
শ্রীপাবলিশিং		ঐ
বৈকুণ্ঠ বক হাউস—	১৮৩	ঐ

জ্ঞানশ্রী— ৬৫ ঐ

উত্তরায়ণ— ১৭০ ঐ

প্রফুল্ল লাইব্রেরী— ৭১ ঐ

বঙ্গভারতী— ১২৯।২ এ ঐ (শ্যামবাজার)

সিদ্ধেশ্বরী লাইব্রেরী ১০৯ ঐ (ঐ)

দাসগুপ্ত এণ্ড কোং—৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট

অমর লাইব্রেরী—৫৪।৬ ঐ

বাণী লাইব্রেরী—৫৪।৬ ঐ

অভয় আশ্রম—২৮।৩১ ঐ (মার্কেট)

গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী—১ বি, কলেজ স্কোয়ার (ইষ্ট)

মহেশ লাইব্রেরী—২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার নর্থ)

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী—৯৭।১এ, আপার চিৎপুর রোড (গরাণহাটা)

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী—১০৪ ঐ ঐ

ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী—চিৎপুর রোড (১ নং গরাণহাটা)

নাথ নন্দী এণ্ড কোং—২৮ ক্যানিং ষ্ট্রীট (মুরগী হাটা)

সাধনা লাইব্রেরী—৯৩ ক্যানিং ষ্ট্রীট ঐ

সর্ব্বমঙ্গলা লাইব্রেরী—১৩৩ ঐ ঐ

রায় চৌধুরী এণ্ড কোং—১১৯ আশুতোষ মুখার্জি রোড (ভবাণীপুর)

দক্ষিণেশ্বর—কালীমন্দির প্রাঙ্গন

ডাক্তার জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—৫২।২ শ্রীরাম ঢ্যাং রোড শালিখা

ফোন : হাওড়া ৬৯৭

(অন্যান্য আরও অনেক স্থানে পাওয়া যায়)